জাতীয় সংগীত

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে
মরি হায়, হায় রে—
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ॥
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো—
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো
মরি হায়, হায় রে—
মা তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়ন জলে ভাসি ॥

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৭-২০১৮

বাংলা একাডেমি

মাননীয় সভাপতি, সম্মাননীয় ফেলো, জীবনসদস্য ও সদস্যবৃন্দ

বাংলা একাডেমির সাধারণ পরিষদের একচল্লিশতম বার্ষিক সভায় আপনাদের জানাই শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। সাধারণ পরিষদের এই বার্ষিক সভায় প্রতিবেদন পেশ করার শুরুতে আমি বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি উনিশশত বায়ান্ন সালের পূর্ব বাংলার বাঙালি নবজাগরণের উৎসমুখ খুলে দেয়া তরুণ প্রাণের আত্মাহুতিতে সফল ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন এবং তারই পরিপূর্ণতার লক্ষ্যে পাকিস্তানী স্বৈরসামরিক শাসক ইয়াহিয়া-টিক্কার দখলদার বাহিনীকে তাদের ইতিহাসের জঘন্যতম গণহত্যার বিরুদ্ধে বীর বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের অকুতোভয় মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত করে বিজয় ছিনিয়ে আনার গৌরবময় ইতিহাসের নায়ক মুক্তিযোদ্ধা ও ত্রিশ লক্ষ শহিদ এবং সকল গণআন্দোলনে নিহত বীর শহিদদের। গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করি উপমহাদেশে প্রথম ধর্ম-নিরপেক্ষ/ইহজাগতিক জাতি-রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।

বাংলা একাডেমি স্বাধীনতাকামী বাঙালির শত শত বছরের বহুমাত্রিক ও বহুতলবিস্তারী সংগ্রামের অবিনাশী ধারা ও মানবিক চৈতন্যে ভাস্বর বহুত্ববাদী চেতনায় দীপ্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের (Pluralistic and Luminous Cultural Tradition) ভিত্তিতে গঠিত বাঙালি জাতিসত্তার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান। বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি ও বাঙালি মনীষার নানা মানবমুখী সমন্বয়বাদী উৎসের অনুসন্ধান এবং তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে আমাদের এই মহান ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার বহনকারী বিদ্বৎ সভাটি (learned body) বিগত ষাট বছরে শুধু বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক রূপান্তরও সুচারুতার দিকনির্দেশক বাতিঘরেই পরিণত হয়নি, দক্ষিণ এশিয়ার এক বিশিষ্ট বুদ্ধিবৃত্তিকতার কেন্দ্র (One of the Centres of Excellence of the South Asia) হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। দক্ষিণ এশিয়ায় এই প্রতিষ্ঠানের সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভা তাই কোনো সামান্য বুদ্ধিবৃত্তিক সমাবেশ (Intellectual gathering) নয়; কারণ দেশের সকল অঞ্চল এবং প্রান্ত থেকে বিজ্ঞ সদস্যবৃন্দের উপস্থিতিতে একাডেমি প্রাঙ্গণটি হয়ে উঠেছে বুধমণ্ডলীর প্রজ্জ্বলন বিভায় আলোকোজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত।

বাংলা একাডেমি : একুশ শতকের মিশন ও ভিশন

আমাদের ঘোষিত লক্ষ্য 'গবেষণা-নিবিড় কেন্দ্র (Research-Intensive Centre), কর্মকাণ্ডের ভৌগোলিক বিস্তার (Geographical Spread of activities) অর্থাৎ কেন্দ্রের বাইরের কর্মসূচির সম্প্রসারণ; এবং আন্তর্জাতিক সংযোগ ও জ্ঞাপন (International communication and Exposer) এবং একদল প্রতিভাবান ও প্রশিক্ষিত গবেষক, অনুবাদক ও সংস্কৃতিমনস্ক জনশক্তি গড়ে তোলাই বাংলা একাডেমির লক্ষ্য'। বিগত হীরকজয়ন্তী উৎসবে এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে গত কয়েক বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিনে নিয়মিত অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে এই চারটি মৌলিক নীতির বহুমাত্রিক বিন্যাস ও

বিস্তারের মাধ্যমে একাডেমির একুশ শতকের মিশন ও ভিশনকে গভীরতর মাত্রা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

কারণ বাংলা ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং লোক-মানসের উন্নত মানসম্পন্ন চর্চা, গবেষণা ও অনুবাদ এবং বাঙালি জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাস (Intellectual History) রচনা ও তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণই একাডেমির প্রধান কাজ। একাডেমির সূচনালগ্নে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ড. মুহম্মদ এনামুল হক, সৈয়দ আলী আহসান এ কাজ শুরু করেছিলেন ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে। কিন্তু পরবর্তীকালে সে-ধারা প্রত্যাশিতভাবে বিস্তার ও গভীরতা লাভ করেনি। আমরা একাডেমির বিগত বছরের ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য রেখে বাংলা একাডেমিকে একুশ শতকের উপযোগী একটি প্রবুদ্ধ-ঐতিহ্য, আধুনিকতা ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে নবরূপায়ণের লক্ষ্যে কাজ করে যাওয়ার প্রত্যয় ঘোষণা করছি। এর দুটি দিক : ১. উপযোগী অবকাঠামো গঠন; এবং ২. উন্নত মানসম্পন্ন গবেষণা কার্যক্রমের পরিকল্পনা, উদ্ভাবনাময় ও একাগ্র শ্রমনিষ্ঠ এবং মেধাবী প্রয়াসে তার বাস্তবায়ন।

১. অবকাঠামোগত দিক

অবকাঠামোগত নতুন রূপটি অনেকটাই মাননীয় সদস্যবৃন্দ সহজেই চাক্ষুস করছেন। গত শতকের ঐতিহ্যবাহী বর্ধমান হাউস (১৯০৬) আর জরাজীর্ণ প্রেস ভবন নিয়ে গড়া একাডেমির জায়গায় বিগত সাত আট বছরে এখন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে নান্দনিক আটতলা *ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রশাসনিক ভবন*; আর তার সঙ্গে সংযুক্ত আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তন ও কবি শামসুর রাহমান সেমিনার কক্ষ। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনের মতো এমন নিখুঁত শ্রুতিগুণসম্পন্ন উন্নত সুযোগ-সুবিধাযুক্ত অত্যাধুনিক বড় মিলনায়তন ঢাকায় নিতান্তই বিরল। এই মিলনায়তনের পূর্বদিকের সুপরিকল্পিত স্থাপত্যবিন্যাস যেমন সাহিত্যিক-শিল্পী এবং সংস্কৃতিকর্মীদের আলাপচারিতা ও আড্ডার এক প্রিয় অঙ্গনে পরিণত হয়েছে, তেমনি তার সঙ্গে সংযুক্ত পুকুরটির অবস্থান গোটা পরিবেশকে করেছে দৃষ্টিনন্দন। এছাড়া একাডেমি প্রকাশিত বই বিক্রয়ের আধুনিক সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি, বিদেশি পণ্ডিত ও গবেষকদের অতিথি ভবন ও বাংলা একাডেমি ক্লাব নির্মাণের জন্য পাঁচতলা বিশিষ্ট ড. মুহম্মদ এনামুল হক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য উত্তরায় নিজস্ব ভূমিতে নির্মাণ করা হয়েছে দুটি নান্দনিক ও আধুনিক সুযোগ-সুবিধাযুক্ত ১৩তলা দুটি ভবন।

২. কর্মসূচি বাস্তবায়ন

২.১ 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম অভিধান প্রণয়ন, বিভিন্ন গবেষণা ও প্রকাশনা' শীর্ষক কর্মসূচি

উন্নততর জীবন বিকাশের পূর্বশর্ত জ্ঞানচর্চার অনুশীলন এবং জাতীয় ঐতিহ্যকে বিকশিত করে তার ভিত্তিতে আধুনিক জীবনবোধে উত্তরণ। সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে না পারলে এই উত্তরণ সম্ভব নয়। ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি

জাতির দর্পনস্বরূপ। জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে একাত্মবোধ সৃষ্টিতে এর লালন ও পরিচর্যা অত্যাবশ্যক। বাংলাদেশের ঐতিহ্যভিত্তিক দেশজ সংস্কৃতি বিকাশের লক্ষ্যে ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম, অভিধান প্রণয়ন, বিভিন্ন গবেষণা ও প্রকাশনার গুরুত্ব অপরিসীম। দেশজ সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের স্বরূপ সন্ধান এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পুনর্গঠনের প্রতি সরকারের যে নিরলস প্রয়াস ও সুস্পষ্ট নীতি রয়েছে বর্তমান কর্মসূচি তারই বাস্তব প্রতিফলন। এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে গবেষণামূলক কর্মকাণ্ড আরো সম্প্রসারিত হবে এবং সৃজনশীল ও মননশীল সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনসহ আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে আশা করা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় সরকার বেতন-ভাতা এবং সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা সত্ত্বেও শহরে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনেকের মধ্যে এই মর্মে সে অনীহা ও শ্রমনিষ্ঠার অভাব এবং ফাঁকিবাজির প্রবণতা দেখা যায় তা বেদনাদায়ক। এই অনৈতিক প্রবণতা দূর না হলে উন্নত জাতি গঠন অসম্ভব। শুধু বাংলা একাডেমিতে না, সারা দেশেরই কর্ম-অনীহার প্রবণতা প্রকট। অথচ বিদেশে বাঙালি প্রগাঢ় কর্মনিষ্ঠ।

যাহোক, উল্লেখিত কর্মসূচিটি ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর থেকে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর পর্যন্ত ৫৬৯.৫০ লক্ষ টাকায় অনুমোদিত। কর্মসূচির অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য বাস্তবায়নকাল বৃদ্ধি করে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছর পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বরাদ্দকৃত ১৪৯.৬৩ লক্ষ টাকার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

৩. আন্তর্জাতিক সম্মেলন

৩.১ 'পঞ্চম ফোকলোর সামার স্কুল', ২০১৮ শীর্ষক আন্তর্জাতিক ফোকলোর কর্মশালা

ফোকলোর গবেষণা উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বাংলা একাডেমি আয়োজিত 'ফোকলোর সামার স্কুল' আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বাংলা একাডেমির ফোকলোর, জাদুঘর ও মহাফেজখানা বিভাগের তত্ত্বাবধানে ২০১৪ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে এই উচ্চতর ফোকলোর কর্মশালার আয়োজন করা হচ্ছে। ২০১৮ সালের ১৩ থেকে ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত পাঁচদিনব্যাপী পঞ্চম ফোকলোর সামার স্কুলে অংশগ্রহণ করেন ২২ জন প্রশিক্ষণার্থী, যারা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক, লোকসংগীতশিল্পী এবং ফোকলোর চর্চার সাথে যুক্ত। ১৩ এপ্রিল, ২০১৮ তারিখ বাংলা একাডেমির শহিদ মুনীর চৌধুরী সভাকক্ষে (ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ভবনের ৪র্থ তলা) প্রথমে সংগীত পরিবেশনের পর বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান সবাইকে স্বাগত জানিয়ে পঞ্চম ফোকলোর সামার স্কুলের উদ্বোধন করা হয়। ফোকলোর সামার স্কুল বিষয়ে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন বাংলা একাডেমির ফোকলোর, জাদুঘর ও মহাফেজখানা বিভাগের পরিচালক জনাব শাহিদা খাতুন। ফোকলোর কর্মশালায় প্রশিক্ষণ প্রদান করেন ভারতের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফোকলোরবিদ অধ্যাপক জওহরলাল হাণ্ডু, বিশিষ্ট

এথনোমিউজিকোলজিস্ট ড. সুখবিলাস বর্মা ও ড. শেখ মকবুল ইসলাম, পশ্চিম বঙ্গের কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. অসীমানন্দ গঙ্গোপাধ্যায়; যুক্তরাজ্যের বিখ্যাত পারফরমার জেনিফার রীড এবং বাংলাদেশের প্রখ্যাত লোকসংগীতশিল্পী মোস্তফা জামান আব্বাসী, ড. ফিরোজ মাহমুদ, মফিদুল হক, শাহিদা খাতুন ও বিশিষ্ট ফোকলোরবিদ অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান। ১৭ এপ্রিল, ২০১৮ তারিখে বাংলা একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত পঞ্চম ফোকলোর সামার স্কুলের সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। প্রধান অতিথি ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু। সমাপনী ভাষণ দেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান। অনুষ্ঠানে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের সনদ প্রদান করা হয়। ফোকলোর, জাদুঘর ও মহাফেজখানা বিভাগের পরিচালক শাহিদা খাতুন ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বর্ধমান হাউসে অবস্থিত জাদুঘর

ক. ভাষা আন্দোলন জাদুঘর পরিদর্শনকারীর সংখ্যা : ১৩৭৫০ জন
খ. জাতীয় সাহিত্য ও লেখক জাদুঘর পরিদর্শনকারীর সংখ্যা : ১৭২৮১ জন

৪. প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

৪.১ কারিগরি প্রশিক্ষণ

বাংলা একাডেমি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণার পাশাপাশি প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন একটি দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এর সফল বাস্তবায়ন ঘটেছে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনার মধ্য দিয়ে। বাংলা একাডেমি থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ১২,৪০৬ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের অধিকাংশই সরকারি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্র/ছাত্রী।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ উপবিভাগ পরিচালিত 'বাংলা একাডেমি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স'-এর ২টি (৮৩ ও ৮৪তম) ব্যাচের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়। একাডেমির কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্সের বিষয়সমূহ : ১. কম্পিউটার বিষয়ক তত্ত্বীয় জ্ঞান, ২. মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, ৩. মাইক্রোসফট এক্সেল, ৪. মাইক্রোসফট পাওয়ারপয়েন্ট ও ইন্টারনেট ও ইমেইল।

নিচের সারণিতে জুলাই ২০১৭ থেকে জুন ২০১৮ সময়ের তথ্য উপস্থাপন করা হলো :

কোর্স শিরোনাম	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ ফি	কোর্সের মেয়াদ	সনদ প্রদানের তারিখ
কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স	১৬৮	৪,০০,৫০০.০০	৯ই জুলাই থেকে ৪ঠা নভেম্বর ২০১৭	--

৮৩তম ব্যাচ				
কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স ৮৪তম ব্যাচ	১৬১	৪,২০,৫৩৫.০০	১লা নভেম্বর ২০১৭ থেকে ২৪শে ফেব্রুয়ারি ২০১৮	–
মোট	৩২৯	৮,২১,০৩৫.০০		

২টি ব্যাচের মোট ৩২৯ জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে ৭ জন বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মনোনীত, ৩২১ জন ব্যক্তিগত প্রশিক্ষণার্থী এবং ১ জন বাংলা একাডেমির কর্মচারীদের পোষ্য। এই ২টি ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থীদের কাছ থেকে মোট ৮,২১,০৩৫.০০ (আট লক্ষ একুশ হাজার পঁয়ত্রিশ) টাকা প্রশিক্ষণ ফি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

৫. গ্রন্থাগার

ক. বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগারে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে দেশি-বিদেশি মোট ৭৬৭ কপি বই সংগৃহীত হয়েছে।

১. গ্রন্থাগারের সামগ্রী সংগ্রহ

খ. ঢাকা থেকে প্রকাশিত নিম্নলিখিত দৈনিক পত্রিকাগুলো সংরক্ষণ করা হয়েছে।

ইত্তেফাক, প্রথম আলো, জনকণ্ঠ, যুগান্তর, কালেরকণ্ঠ, সমকাল, নয়াদিগন্ত, সংবাদ, সংগ্রাম, ভোরের কাগজ, দিনকাল, ডেইলি স্টার, ডেইলি সান, নিউএজ, ইনডিপেনডেন্ট, ইনকিলাব।

উল্লিখিত সময়ে গ্রন্থাগারে সংরক্ষণের জন্য যেসব সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক ইত্যাদি পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী সংগ্রহ করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে–

সাপ্তাহিক ও মাসিক (ক্রয়কৃত) : দি হলিডে, বাংলাদেশ সাপ্তাহিক, অন্যদিন, আনন্দ আলো, ক্যানভাস, The Economist.

সাপ্তাহিক (সৌজন্যে প্রাপ্ত) : সাপ্তাহিক আরাফাত, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, সাপ্তাহিক চায়েরদেশ।

পাক্ষিক ও ত্রৈমাসিক (সৌজন্যে প্রাপ্ত) : কারিগর, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, দেশপ্রসঙ্গ, প্রত্যাশা, বুলেটিন।

মাসিক (সৌজন্যে প্রাপ্ত) : উত্তরাধিকার, শব্দঘর, পৃথিবী, কৃষি কথা, শিশু, আত তাহরীক, আলোকধারা, হোমিও চেতনা, সত্যপ্রবাহ, অগ্রদূত, টইটম্বুর, ভারত বিচিত্রা, পতাকা, BEIJING REVIEW, CHINA TODAY, CHINA PICTORIAL

২. ডিজিটাইজেশন কার্যক্রম

চলতি বছরে বাংলা একাডেম গ্রন্থাগার ডিজিটাইজেশন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গ্রন্থাগারের জন্য একটি ডায়নামিক ওয়েব পেইজ নির্মাণ করা হয়েছে (https://library.banglaacademy.org.bd)। এই সাইটে ইতোমধ্যে গ্রন্থাগারে

সংরক্ষিত দুষ্প্রাপ্য বই-পত্রিকার সাতাশি হাজার পৃষ্ঠা ই-বুকে রূপান্তর করে আপলোড করা হয়েছে। এছাড়া গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা সফটওয়ার 'কোহা' গ্রন্থাগারে ব্যবহার করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে এই সফটওয়ারে বাংলা একাডেমি প্রকাশিত সকল বইয়ের তথ্য এন্ট্রি করার কাজ চলছে।

৩. সেবা প্রদান

দেশি-বিদেশি সহস্রাধিক পাঠক/গবেষক বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছেন। এছাড়া প্রতিদিনই বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে রেফারেন্স সেবা প্রদান করা হয়েছে।

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ ট্রাইবুনালকে ট্রাইবুনালের প্রয়োজনীয় চাহিদা অনুযায়ী তথ্যসেবা প্রদান করেছে।

৪. গ্রন্থাগারের বাজেট

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগারে পত্র-পত্রিকা সংগ্রহ বাবদ সর্বমোট ১,৩৫,৮০৫.০০(মাত্র এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার আটশত পাঁচ) টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

৬. বাংলা একাডেমি প্রেস

বাংলা একাডেমি প্রেসে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ৪৬টি জব কাজ, ৬টি পত্রিকা এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কিত কর্মসূচি ও পুনর্মুদ্রণ উপবিভাগ থেকে প্রকাশিত ৯১টি গ্রন্থের মোট ২৩০৬ ফর্মার মুদ্রণ ও বাঁধাই কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এ মুদ্রণ-বাঁধাই কাজের মধ্যে বাংলা একাডেমির তালিকাভুক্ত মুদ্রণ-বাঁধাই প্রতিষ্ঠানের কিছু সহায়তা নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া বাংলা একাডেমি প্রেসে ১৫,০০০ কপি বাংলা-ইংরেজি অভিধান, ৫,০০০ কপি আধুনিক বাংলা অভিধান, ২০,০০০ কপি ইংরেজি-বাংলা অভিধান, ৫,০০০ কপি বাংলা উচ্চারণ অভিধান, ৫,০০০ কপি সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান এবং ৫০,০০০ কপি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'কারাগারের রোজনামচা' গ্রন্থের মুদ্রণ-বাঁধাই-এর সম্পূর্ণ কাজ বাংলা একাডেমি প্রেসেই সম্পন্ন করা হয়েছে। বাংলা একাডেমি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কিত কর্মসূচি গসঅবি বিভাগ ও পুনর্মুদ্রণসহ অন্যান্য বিভাগ-উপবিভাগ থেকে প্রকাশিত গ্রন্থের ৪ কালার প্রচ্ছদ এবং ছবির স্ক্যানিং-প্রসেস কাজগুলো বাংলা একাডেমি প্রেসে করার মতো প্রযুক্তিগত সুবিধা না থাকায় বাংলা একাডেমির তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন করানো হয়েছে।

বাংলা একাডেমি প্রেসে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ২,০৭,৫৬,৬৫০.০০ (দুই কোটি সাত লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার ছয়শত পঞ্চাশ) টাকার বিল করা হয়েছে। তাছাড়া জুন ২০১৮ মাস পর্যন্ত পুনর্মুদ্রণ উপবিভাগের ৫,০০০ কপি আধুনিক বাংলা অভিধান, ৫,০০০ কপি বাংলা বানান অভিধান মুদ্রণ ও বাঁধাই সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ এবং ১০,০০০ কপি 'কারাগারের রোজনামচা' গ্রন্থ বাংলা একাডেমি প্রেসেই মুদ্রণ-বাঁধাই কাজ সম্পন্ন করে সরবরাহ করা হয়েছে, যা ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বিল করা হয়েছে।

৭. পত্রিকা

৭.১ উত্তরাধিকার

২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাংলা একাডেমি থেকে মাসিক উত্তরাধিকার পত্রিকার ৪টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। **৪ টি পত্রিকাই ছিল বিশেষ সংখ্যা।**

মাসিক উত্তরাধিকার নবপর্যায় ৭২-তম সংখ্যাটি মহান অক্টোবর বিপ্লবের শতবার্ষিকী হিসেবে পরিকল্পিত। অক্টোবর বিপ্লবের প্রভাব শুধু রুশ দেশে বা তৎকালীন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতেই নয়, গোটা পৃথিবীতে এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও অনুভূত হয়েছে এবং অন্যদেশেও তা অনুভূত হতে থাকবে। এই বিপ্লব সম্পর্কে বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ লিখেছেন হায়দার আকবর খান রনো, আবুল মোমেন, হাসান ফেরদৌস, ইমতিয়ার শামীম, পিয়াস মজিদ। এই সংখ্যায় এছাড়াও আছে উত্তরাধিকারের নিয়মিত বিষয় কবিতা ও গল্প।

মাসিক উত্তরাধিকার নবপর্যায়ে ৭৩-তম সংখ্যাটিতে বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে নবধারা সৃষ্টিকারী সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সাময়িকীর পর্যালোচনামূলক মূল্যায়ন। এই কাজে ১৮৯০-এর দশক থেকে শুরু করে প্রায় ১০০ বছরের কালপরিধির মধ্যে ব্যাপ্ত ১৩টি সাহিত্য-সাময়িকপত্রের অন্তর্ভেদী অবলোকনের প্রয়াস চালানো হয়েছে। মীর মশাররফ হোসেন সম্পাদিত পাক্ষিক সাময়িকপত্র *হিতকরী*র (১২৯৭) ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছেন আবুল আহসান চৌধুরী। কেদারনাথ মজুমদার সম্পাদিত মাসিক *সৌরভ* (১৩১৯) এবং মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন সম্পাদিত মাসিক *সওগাত* (১৩২৫)– এই পত্রিকা দুটির উপর আলোচনা করেছেন যথাক্রমে খান মাহবুব ও সৈয়দ আবুল মকসুদ। অন্যদিকে *আল ইসলাহ* (১৩৩৯), *বুলবুল* (১৯৩৩) *সীমান্ত* (১৯৪৭), *বেগম* (১৯৪৭), *অগত্যা* (১৯৪৯), *নিউ ভ্যালুজ* (১৯৪৯), *সমকাল* (১৯৫৭), *পূর্বমেঘ* (১৯৬১), *কাফেলা* (১৯৬৭) এবং *মিজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা* (১৯৮৩) সম্পর্কে লিখেছেন যথাক্রমে জফির সেতু, ইসরাইল খান, গোলাম মুস্তাফা, মালেকা বেগম, সৈয়দ শামসুল হক, মোজাফ্ফর হোসেন, অনু হোসেন, তারেক রেজা, হাসান হাফিজ, আবু হেনা মোস্তফা এনাম প্রমুখ।

মাসিক উত্তরাধিকার নবপর্যায়ে ৭৪-তম সংখ্যাটি পরিকল্পিত হয়েছে স্টিফেন হকিং-এর জীবন ও তাঁর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে কেন্দ্র করে। সম্প্রতি এই বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী পরলোকগমন করেছেন। তাঁর স্মরণে বর্তমান সংখ্যায় এ বিষয়ে দুটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। এর একটি প্রবন্ধ বিজ্ঞান লেখক আসিফের 'স্টিফেন হকিং : কৃষ্ণবিবর বিকিরণের জনক' এবং অন্যটি ওয়াহিদুল হকের 'বিজ্ঞানীর নৈঃসঙ্গ্য'। নারীর বুদ্ধিবৃত্তিক ঔজ্জ্বল্যের ইতিহাস তুলে ধরেছেন খালেদা ইয়াসমিন ইতি তাঁর 'হাইপেশিয়া : বিজ্ঞান সাধনার বেদিমূলে উৎসর্গ করা এক জীবন' শীর্ষক রচনায়। বাংলাদেশের বিখ্যাত বিজ্ঞানী জামাল নজরুল ইসলামের দুজন বিজ্ঞান-সহযাত্রীর সাক্ষাৎকার এই সংখ্যার প্রকাশিত হয়েছে,

বিজ্ঞানী দুইজন হলেন যথাক্রমে ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত মার্কিন পদার্থবিজ্ঞানী ফ্রিম্যান ডাইসন ও ব্রিটিশ জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানী মার্টিন রিজ। সাক্ষাৎকার দুটি নিয়েছেন জাহাঙ্গীর সুর। এছাড়াও আছে উত্তরাধিকারের নিয়মিত বিষয় কবিতা ও গল্প।

মাসিক উত্তরাধিকার নবপর্যায় ৭৫-তম সংখ্যাটিতে বাংলাদেশের চিত্রকলা প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। শিল্পী কামরুল হাসানকে নিয়ে 'তিনি পটুয়া এবং দ্রোহী' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখেছেন শামসুজ্জামান খান, 'কাইয়ুম চৌধুরীর প্রাসঙ্গিকতা' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখেছেন সৈয়দ আজিজুল হক, 'শিল্পী হাশেম খানের শিল্পকর্মে মুক্তিযুদ্ধ' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখেছেন দিলরুবা বেগম ও মেসবাহ কামাল, 'পটচিত্র ও শম্ভু আচার্য' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখেছেন আবুল হাসনাত, 'আমার শিল্পভাবনা' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখেছেন মুর্তজা বশীর। এছাড়াও আছে উত্তরাধিকারের নিয়মিত বিষয় কবিতা ও গল্প।

৭.২ ধানশালিকের দেশ

ধানশালিকের দেশ বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত শিশু-কিশোর উপযোগী একটি সৃজনশীল ত্রৈমাসিক পত্রিকা। এই বিশেষ সাময়িকীটিতে দেশের শীর্ষ শিশু-সাহিত্যিক, কবি ও ছড়াকারদের শিশু-কিশোর উপযোগী লেখা মুদ্রিত হয়; দেশের প্রতিষ্ঠিত প্রবীণ লেখকদের পাশাপাশি এই পত্রিকায় সম্ভাবনাময় কিশোর ও নবীন লেখকদের লেখাও প্রকাশিত হয়। ইতোমধ্যে পত্রিকাটির আলোড়ন সৃষ্টিকারী জাদুঘর সংখ্যা, নদী সংখ্যা, পিঁপড়া সংখ্যা, হাতি সংখ্যা, গোলাপ সংখ্যাসহ অনেক বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত ও পাঠক-সমাদৃত হয়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত 'বঙ্গবন্ধু' সংখ্যাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এটি সুধী পাঠকমহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। পরবর্তী সংখ্যাটি বর্ধিত আকারের বিশেষ সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হবে। বর্তমানে পত্রিকাটির ৪৫বর্ষ ১ম-৪র্থ সংখ্যা (জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০১৭) যৌথসংখ্যা যন্ত্রস্থ। গত কয়েক সংখ্যা থেকে পত্রিকাটিতে সংযোজিত হয়েছে কিছু নতুন বিভাগ : প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন রচিত মোল্লা নাসিরুদ্দীন হোজ্জার জীবনী ও তাঁর গল্পের রূপান্তরভিত্তিক ধারাবাহিক কিশোর-উপন্যাস, বিশ্বসাহিত্য থেকে অনূদিত গল্প ও উপন্যাস, শিশু-কিশোরদের প্রশ্নোত্তর বিভাগ 'মাথায় যত প্রশ্ন আসে'– যাতে মুক্তিযুদ্ধ, বিজ্ঞান, তথ্য ও প্রযুক্তিবিদ্যা, গণিত ও সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে শিশু-কিশোরদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন বরেণ্য লেখক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল, কম্পিউটার-প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ জনাব মোস্তাফা জব্বারসহ দেশের খ্যাতনামা লেখক, বিজ্ঞানী ও ইতিহাসবিদগণ। থাকছে কার্টুনিস্ট আহসান হাবীবের নিয়মিত কার্টুন-কমিকস্ 'বিজ্ঞানী বঙ্কু' এবং শিশু-কিশোরদের আঁকা ও লেখা নিয়ে আলাদা বিভাগ 'কচি হাতের তুলি-কলম'। বিভিন্ন বিশেষ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হচ্ছে বর্ধিত কলেবরের বিশেষ সংখ্যা। উল্লেখ্য, প্রতিটি বিশেষ সংখ্যার মধ্যে ধারাবাহিক বিভাগ ও পর্বসমূহ অব্যাহতভাবে মুদ্রিত হবে।

৭.৩ বাংলা একাডেমি পত্রিকা

বাংলা একাডেমি পত্রিকা বাংলাদেশের প্রথম গবেষণা পত্রিকা হিসেবে ১৯৫৭ সাল থেকে প্রকাশিত হয়ে আসছে। এ পত্রিকা মূলত একটি গবেষণাধর্মী ত্রৈমাসিক পত্রিকা। সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়ে থাকে।

৮. উৎসব-অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন

৮.১ বাংলা একাডেমির ৬২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন

বাংলা একাডেমির ৬২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ১৯শে অগ্রহায়ণ ১৪২৪/৩রা ডিসেম্বর ২০১৭ রবিবার সকাল ১০:০০টায় মহান ভাষা আন্দোলনের অমর শহিদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা হয়। এরপর বাংলা একাডেমির স্বপ্নদ্রষ্টা ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সমাধিতে এবং আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে বিকেল ৪:০০টায় একাডেমির রবীন্দ্রচত্বরে একক বক্তৃতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান। ***বাংলা ভাষা এবং বাংলা একাডেমি*** শীর্ষক একক বক্তৃতা প্রদান করেন অধ্যাপক গোলাম মুরশিদ। সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান।

অনুষ্ঠানে অন্যানের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক হায়াৎ মামুদ, অধ্যাপক শফি আহমেদ, লেখক নূরজাহান বোস, কবি আজিজুর রহমান আজিজ, কবি শেখ হাফিজুর রহমান, কবি কাজি রোজী এমপি, সোনারগাঁও লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের পরিচালক কবি রবীন্দ্র গোপ, জাতীয় কবিতা পরিষদের সভাপতি কবি মুহাম্মদ সামাদ, সাধারণ সম্পাদক কবি তারিক সুজাত, অধ্যাপক গোলাম মুস্তাফা, অধ্যাপক মহুয়া মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শুরুতে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সদ্যপ্রয়াত মেয়র আনিসুল হকের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

স্বাগত ভাষণ প্রদান করে অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান বলেন, বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠার পেছনে পূর্ব বাংলায় বাঙালি জাতিসত্তা গঠন, আঞ্চলিক বিজ্ঞানমনস্ক সাহিত্য ও সংস্কৃতি নির্মাণের বস্তুগত ভিত্তি ভূমি তৈরি এবং জায়মান বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিকাশের যে অবকাঠামো বিদ্যমান তার উৎকর্ষ সাধন।

একক বক্তা অধ্যাপক গোলাম মুরশিদ বলেন, বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হবার পর ষাট বছরেরও বেশি সময় কেটে গেছে। যখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তখন এর যা লক্ষ্য ছিল, তার অনেকটাই এখন প্রসারিত হয়েছে। বিশেষ করে বাংলা ভাষা এখন একটা স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রভাষা এবং সরকারি কাজকর্ম ও শিক্ষার বাহন হওয়ায়, বাংলা একাডেমির দায়িত্ব এবং কার্যক্রমের পরিধি ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়েছে। বস্তুত, জাতীয় জীবনে এ প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব এখন অপরিসীম। তিনি বলেন, বাংলা ভাষা বাংলাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে পুবে, পশ্চিমে, উত্তরে

অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। এই বিস্তীর্ণ এলাকাবাসীর মধ্যে এক ধরনের একাত্মতা আছে। এঁরা মাতৃভাষার ডাকে মিলতে পারেন। সেই মিলন যাতে আরও স্বচ্ছন্দ হয়, তার জন্যে বিভিন্ন অঞ্চলের বাংলা ভাষায় যেসব মিল আছে, সেগুলোকে স্পষ্ট করে দেখানো দরকার। পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে যাতে আরও সাদৃশ্য সৃষ্টি হয়, তারও চেষ্টা করা প্রয়োজন। আর সে কাজে প্রধান ভূমিকা পালন করতে পারে বাংলা একাডেমি।

সভাপতির বক্তব্যে ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, বাংলা একাডেমি বাষট্টি বছরে তার প্রতিষ্ঠাকালীন লক্ষ্য ও অঙ্গীকার থেকে ভিন্ন এবং বৃহৎ পরিসরে অনেক কিছুই করেছে। একাডেমির প্রতি জনমানুষের প্রত্যাশা বিপুল কিন্তু সব জনপ্রত্যাশাই একাডেমির পক্ষে পূরণ করা সম্ভব নয়।

সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী লাইসা আহমদ লিসা এবং কমলিকা চক্রবর্তী।

৮.২ নববর্ষ উদ্‌যাপন

১লা বৈশাখ ১৪২৫/১৪ এপ্রিল ২০১৮ শনিবার সকাল ৭:৩০টায় একাডেমির রবীন্দ্র-চত্বরে নববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বর্ষবরণ, একক বক্তৃতা ও সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান। নববর্ষ বক্তৃতা প্রদান করেন প্রাবন্ধিক-গবেষক আবুল মোমেন। সভাপতিত্ব করেন ভাষাসংগ্রামী আহমদ রফিক।

বক্তারা বলেন, নববর্ষের অসাম্প্রদায়িক-গণতান্ত্রিক-মানবিক চেতনা ধারণের মাধ্যমে আমরা প্রগতিশীল ও সমৃদ্ধশালী জাতিরাষ্ট্র গঠনের দিকে এগিয়ে যেতে পারি। নববর্ষের মানবমুখী চেতনাই পারে সকল ধরনের মৌলবাদ, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদকে নির্মূল করতে। তাঁরা বলেন, বাংলা নববর্ষ উৎসব বাঙালির বৃহত্তর জাতীয় উৎসবের নাম। সাম্প্রতিক সময়ে নববর্ষের অন্যতম ঐতিহ্য মঙ্গল শোভাযাত্রা ইউনেস্কোর বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে বাংলা নববর্ষ উৎসবেরও আন্তর্জাতিকীকরণ ঘটেছে।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বর্ষবরণ সংগীত পরিবেশন করেন অধ্যাপক কৃষ্টি হেফাজের পরিচালনায় 'সরকারি সংগীত কলেজ'-এর শিল্পীবৃন্দ– গোলাম মোস্তফা, ফারজানা খাতুন, মো. এরফান হোসেন, শান্তা সরকার, অভিলাষ দাস, রাবেয়া আক্তার।

বাংলা একাডেমি এবং বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)-এর যৌথ উদ্‌যোগে ১-১০ বৈশাখ ১৪২৫ (১৪-২৩ এপ্রিল ২০১৮) বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে ১০ দিনব্যাপী বৈশাখী মেলার আয়োজন করে। ১লা বৈশাখ ১৪২৫/১৪ এপ্রিল ২০১৮ শনিবার বিকেল ৪:০০টায় শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু *এমপি* প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মেলার উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ। সভাপতিত্ব করেন বিসিক চেয়ারম্যান মুশতাক হাসান মুহঃ ইফতিখার। মেলা চলে প্রতিদিন সকাল ১০:০০টা থেকে রাত ৯:০০টা পর্যন্ত। প্রতি সন্ধ্যায় মেলা মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

৮.৩ মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন

বাংলা একাডেমি ২রা পৌষ ১৪২৪/১৬ই ডিসেম্বর ২০১৭ শনিবার মহান বিজয় উপলক্ষ্যে সকাল ৮:০০টায় একাডেমির পক্ষ থেকে সাভারস্থ জাতীয় স্মৃতিসৌধে মহান মুক্তিযুদ্ধে বীর শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। বিকেল ৪:০০টায় একাডেমির নজরুল মঞ্চে প্রবন্ধ পাঠ, আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে । অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন। ***মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক পটভূমি, বিজয় ও বিজয়ের মহানায়ক*** শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদ। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন রামেন্দু মজুমদার, খুশী কবির এবং নাদীম কাদির। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান।

স্বাগত ভাষণে মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন বলেন, আজকের এই দিনে আমাদের অঙ্গীকার হবে স্বাধীনতার স্বপ্নপূরণ করা। লক্ষ-কোটি মানুষের আত্মত্যাগের বিনিময়ে একটি স্বাধীন জাতি পেয়েছি, সেই জাতিকে সমৃদ্ধ করার দায়িত্ব এখন আমাদের উপর।

প্রবন্ধকার অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদ বলেন, পাকিস্তান রাষ্ট্রের শুরু থেকেই বাঙালিদের ওপর নেমে আসে পশ্চিম পাকিস্তানিদের ঔপনিবেশিক ধাঁচের শাসন-শোসন ও জাতিগত নিপীড়ন। ১৯৪৭-৭১ বা পাকিস্তানি আমলটি ছিল বাঙালির জাতীয় আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়। এ পর্বের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি আরও বলেন, বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাটি আকস্মিক কোনো ঘটনা ছিল না। এর পেছনে ছিল বাঙালি জাতির মুক্তির হাজার বছরের আকাঙ্ক্ষা। আন্দোলন-সংগ্রাম ও স্বপ্ন। আজকের এই স্বাধীনতা বঙ্গবন্ধুর-জীবন-স্বপ্ন ও সংগ্রামের চূড়ান্ত রূপ।

আলোচকবৃন্দ বলেন, যখনই গণআন্দোলন, গণঅভ্যুত্থান হয় তখনই একজনের দিকনির্দেশনার প্রয়োজন হয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেই ভূমিকা পালন করেছেন। কিন্তু ১৯৭৫-এর পর ইতিহাস বিকৃত করা হয়েছে সেটি কাম্য নয়। যে দলই শাসনক্ষমতায় থাকুক, বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা, জয়বাংলার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলা ইতিহাস বিরোধী।

সভাপতির ভাষণে ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, ১৯৭১ সালে আজকের এই দিনে আমরা যে বিজয় ছিনিয়ে এনেছিলাম সেটি কেবল মাটি ও পতাকার বিজয় নয়, আদর্শিক বিজয়ও। আমরা মৌলবাদ, জঙ্গীবাদসহ আজ যে সব বিকারের কথা বলছি তা মোচন করা সম্ভব হবে মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্যকে সামনে তুলে ধরে অগ্রসর হতে পারলে। তবেই শহিদদের আত্মত্যাগ স্বার্থক হবে।

সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন, শিল্পী তিমির নন্দী, আবদুল হালিম খান, স্বর্ণময়ী মণ্ডল এবং জুলি শারমিলী।

৮.৪ শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান

বাংলা একাডেমি ৩০শে অগ্রহায়ণ ১৪২৪/১৪ই ডিসেম্বর ২০১৭ বৃহস্পতিবার শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষ্যে সকাল ৭:০০টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়স্থ বুদ্ধিজীবী সমাধিসৌধ, মিরপুরস্থ শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ এবং রায়েরবাজার শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে শহিদ বুদ্ধিজীবীদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে দিনের কর্মসূচি শুরু হয়। বিকেল ৪:০০টায় একাডেমির নজরুল মঞ্চে শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মরণে একক বক্তৃতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন একাডেমির ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন। শহিদ বুদ্ধিজীবী একক বক্তৃতা প্রদান করেন বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন। সভাপতিত্ব করেন কবি আসাদ মান্নান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কথাসাহিত্যিক আনোয়ারা সৈয়দ হক, চিত্রশিল্পী সৈয়দ ইকবাল, ড. ফিরোজ মাহমুদ, প্রকাশক আহমেদ মাহফুজুল হক প্রমুখ।

স্বাগত ভাষণে মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন বলেন, বুদ্ধিজীবীরা হচ্ছেন সমাজের আত্মার কারিগর। বাংলাদেশের স্বাধীনতালাভের সূর্যোদয়ের মুহূর্তে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর এদেশীয় দোসরেরা আমাদের মুক্তিকামী বুদ্ধিজীবীদের নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। ঘাতকদের লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশকে মেধাশূন্য করা।

একক বক্তা অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন বলেন, পৃথিবীর আর কোন দেশে বোধহয় বিজয় দিবসের প্রাক্কালে বাংলাদেশের মতো শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন করতে হয় না। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে বুদ্ধিজীবী হত্যার মধ্য দিয়ে ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রকে মেধাহীন করার ঘৃণ্য চক্রান্ত পাক হানাদার বাহিনী এবং তাদের এদেশীয় দোসরেরা বাস্তবায়ন করেছিল। তিনি বলেন, ১৯৪৮ থেকেই ধারাবাহিকভাবে আমাদের বুদ্ধিজীবীরা প্রগতির পক্ষে এবং বাঙালির জাতীয়তাবাদের বিকাশে কাজ করে গেছেন। এজন্যই পাকিস্তানি বাহিনী বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের শত্রুজ্ঞান করেছে এবং হত্যা করেছে। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশেও আমরা শহিদ বুদ্ধিজীবী এবং অবরুদ্ধ দেশের লড়াকু মানুষদের প্রাপ্য স্বীকৃতি দিতে ব্যর্থ হয়েছি। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় ইতিহাস পাঠের পরিসর সীমাবদ্ধ, সারাদেশে একাত্তরের গণহত্যা ও নির্যাতনের স্মারকচিহ্ন সংরক্ষণের ব্যবস্থাও যথেষ্ট নয়, ফলে এদেশের কয়েকটি প্রজন্ম বেড়ে উঠেছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসহীনতায়। তিনি বলেন, সম্প্রতি ২৫শে মার্চ-কে জাতীয় গণহত্যা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে; একই সঙ্গে একাত্তরের গণহত্যা, গণনির্যাতন ও গণধর্ষণের মতো মানবতাবিরোধী অপরাধের যথার্থ ইতিহাস উত্তরপ্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের তীব্রতা ও বহুমাত্রিকতাকে স্বীকার করে শহিদ বুদ্ধিজীবীদের শহিদ মুক্তিযোদ্ধা বুদ্ধিজীবী হিসেবেও স্বীকৃতি দিতে হবে।

সভাপতির ভাষণে আসাদ মান্নান বলেন, বুদ্ধিজীবী দিবসে শহিদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে যেমন শোক আমাদের ঘিরে থাকে তেমনি বুদ্ধিজীবীদের স্বপ্নের বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংকল্পও আমাদের মাঝে ফিরে ফিরে ধ্বনিত হয়।

৮.৫ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন এবং গণহত্যা দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা অনুষ্ঠান

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০১৮ উদ্‌যাপন এবং ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত হত্যাযজ্ঞে শহিদ স্মরণে গণহত্যা দিবস উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি ১১ই চৈত্র ১৪২৪/২৫শে মার্চ ২০১৮ রবিবার বিকেল ৪:০০টায় একাডেমির কবি শামসুর রাহমান সেমিনার কক্ষে প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান। ***২৫শে মার্চের পাকিস্তানি গণহত্যা, মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু*** শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক ড. মো. মশিউর রহমান। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ড. নূহ-উল-আলম লেনিন এবং ফিরোজ মাহমুদ। সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান।

স্বাগত ভাষণে অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান বলেন, মহান স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে বাংলাদেশকে বেদনার সঙ্গে গণহত্যা দিবস পালন করতে হয়। আমরা আশা করি বিশ্ব সম্প্রদায় ২৫শে মার্চকে গণহত্যা দিবস হিসেবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রদান করবে।

প্রাবন্ধিক বলেন, ২৫শে মার্চ ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির ওপর 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। বাঙালির জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে সমূলে ধ্বংস বা নির্মূল করার অভিপ্রায়ে সামরিক বাহিনী চেয়েছিল সকল কিছুর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করতে। একই সঙ্গে গণহত্যার মতো চরম ভীতিকর অবস্থা সৃষ্টি করে নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক আন্দোলন নসাৎ করতে। তিনি বলেন, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সৃষ্টি পৃথিবীর মানচিত্রে একটি জাতীয়তাবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ, মানবিক এবং আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার নবতর সংযোজন। এ রাষ্ট্রের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেই থেকেই বিশ্বব্যাপী শোষিত বঞ্চিত মানুষের স্ব-পক্ষের এক লড়াকু নেতা। ২০১৭ সালে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ যখন ইউনেস্কো কর্তৃক 'বিশ্ব ঐতিহ্য সম্পদ' হিসেবে স্বীকৃত হয় তখন বুঝতে বাকি থাকার কথা নয় আগামী দিনের আরো আধুনিক ও অগ্রসর বিশ্ব বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন, মুক্তিযুদ্ধে মানুষের আত্মোৎসর্গ করা এবং বাঙালির ঐক্যবদ্ধ অপরূপ শক্তিমত্তার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের শিক্ষার কাছে ফিরে আসবে। প্রাবন্ধিক বলেন, বাংলাদেশ আজ ভীষণভাবে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্ভাসিত একটি আত্মমর্যাদাবান জাতি-রাষ্ট্র। এবারের গণহত্যা দিবস এবং স্বাধীনতা দিবসের প্রত্যাশা- আমাদের সামনের পথচলা পরিপূর্ণভাবেই যেন বঙ্গবন্ধুর চেতনা ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে অহর্নিশ বহমান থাকে।

আলোচকদ্বয় বলেন, বাঙালি দূর্বল এবং হীনবল বলে সুঅতীতকাল থেকে যে প্রচারণা চলে এসেছে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা তা ভুল প্রমাণ করেছি। নানা আন্দোলন-সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ৪৮-এ সূচিত ভাষা আন্দোলন ৫২-তে পরিণতি পায়। তারপর ন্যায্য দাবির নানান আন্দোলন একাত্তরে এসে মুক্তির মোহনায় মিলিত হয়। তারা বলেন, বস্তুত বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের পরেই স্বাধীনতার প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। তারপর ২৫শে মার্চ বর্বর গণহত্যার মাধ্যমে পাকিস্তানি বাহিনী বাঙালির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। তবে গণহত্যাতেই শেষ হয়ে যায়নি বাঙালির স্বাধীনতার স্বপ্নসাধ; নতুন প্রেরণায় ন'মাসের মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে অর্জন করে স্বপ্নের স্বাধীনতা।

সভাপতির বক্তব্যে ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, একাত্তরে পাকবাহিনী যে গণহত্যা যজ্ঞ চালিয়েছে আমরা তার দলিলপত্র প্রণয়ন করতে পেরেছি, যুদ্ধপরাধীদের বিচারের রায় বাস্তবায়ন করতে পেরেছি– এটা আমাদের সাফল্য। তবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় প্রণীত সংবিধান এবং মুক্তিযুদ্ধের ভাবাদর্শের রাষ্ট্র গঠনের পথে আমাদের অনেক দূর যাওয়ার আছে। তিনি বলেন, একাত্তরে বাঙালি অসম্ভবকে সম্ভব করেছিল; আমরা আশা করি আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাময় বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে সক্ষম হবে।

৯. একক বক্তৃতানুষ্ঠান

৯.১ ৭ই মার্চের ভাষণ বিষয়ে একক বক্তৃতা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণ উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি ২২ ফাল্গুন ১৪২৪/৬ই মার্চ ২০১৮ মঙ্গলবার বিকেল ৪:০০টায় একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনে ***৭ই মার্চের ভাষণের ইউনেস্কো-স্বীকৃতি ও এর তাৎপর্য*** শীর্ষক একক বক্তৃতানুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান। একক বক্তৃতা প্রদান করেন অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশিদ। সভাপতিত্ব করেন ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান।

স্বাগত ভাষণে অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান বলেন, ৭ই মার্চের ভাষণ পৃথিবীর ইতিহাসে অনন্য-অসাধারণ ভাষণ। বঙ্গবন্ধু যে পরিস্থিতির মধ্যে এই ভাষণ দিয়েছেন সেটি বিবেচনায় পৃথিবীর ইতিহাসে এমন ভাষণ দ্বিতীয়টি নেই। এই কৌশলময় ভাষণ কেবল মানবিক আবেদনের জন্য নয়, শৈল্পিক কারণেও উল্লেখযোগ্য।

একক বক্তৃতা প্রদান করেন অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশিদ। তিনি বলেন, ৭ই মার্চের ভাষণের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু অতি কৌশলে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন। কারণ তিনি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের নেতা হিসেবে বিশ্বে চিহ্নিত হতে চাননি। তিনি চেয়েছেন মাইনরিটি হিসেবে পাকিস্তান নিজে থেকে বিচ্ছিন্ন হোক, সেই পরিস্থিতিটা তিনি কৌশলে সৃষ্টি করতে চেয়েছেন।

তিনি আরও বলেন, ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের এই ভাষণে বঙ্গবন্ধু কেবল একটি স্বাধীন জাতির স্বপ্ন উল্লেখ করেই থেমে যাননি; তিনি সেই স্বাধীনতা অর্জনের সমস্ত উপায়ও বলে দিয়েছেন। তিনি কৌশলে স্বাধীনতার কথা বলে আলোচনার পথও খোলা রেখেছেন। এখানেই তাঁর নেতৃত্বের বিচক্ষণতা। তিনি আমৃত্যু গণতান্ত্রিক ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে রাজনীতি করে গেছেন।

সভাপতির বক্তব্যে ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনি যাতে নিরস্ত্র বাঙালির উপর প্রতিশোধমূলক আচরণ না করতে পারে, সেই জন্য বঙ্গবন্ধু তাঁর ৭ই মার্চের ভাষণে অনানুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা করেছেন। ইউনেস্কো-স্বীকৃতি আমাদের গর্বিত করেছে। এই ভাষণ যেন আগামী প্রজন্ম শোনে এবং হৃদয়াঙ্গম করতে পারে সেই ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে।

৯.২ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪২তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোকদিবস উপলক্ষ্যে একক বক্তৃতানুষ্ঠান

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪২তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোকদিবস উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি ৩১ শ্রাবণ ১৪২৪/১৫ আগস্ট ২০১৭ মঙ্গলবার সকাল ১০:০০টায় একাডেমির পক্ষ থেকে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। বিকেল ৪:০০টায় একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনে একক বক্তৃতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান। 'বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রচিন্তা ও রাজনৈতিক দর্শন : সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতা' শীর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন জাতীয় বিশ্ববিদালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশিদ। সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান।

স্বাগত ভাষণে অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান বলেন, বঙ্গবন্ধু ছিলেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। তাঁর এই শ্রেষ্ঠত্ব একদিকে যেমন ভাষাভিত্তিক-অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতিসত্তা ও জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে প্রমাণ হয়। একই সঙ্গে আধুনিক রাষ্ট্রপরিচালনার মূল ভিত্তিস্বরূপ একটি আদর্শ সংবিধান প্রণয়ন করে তিনি যুগপৎ জননায়ক ও রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে তাঁর সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন।

অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশিদ বলেন, ১৯৪০ সালে বহুমাত্রিক রাষ্ট্রধারণা নিয়ে লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু ও তাঁর মতো আরো অনেকে বাংলাভিত্তিক আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলার কৃষক-প্রজা তথা সর্বসাধারণের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিলেন। পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দীর্ঘ ২৪ বছরের আন্দোলন-সংগ্রাম শেষে তাঁরই নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। বঙ্গবন্ধুর বিশ্বাস ছিল শোষণমুক্তিতে। তাঁর লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশকে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতামুক্ত, উন্নত-সমৃদ্ধ, আত্মনির্ভর ও মর্যাদাশীল রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলা। তাঁর 'দ্বিতীয় বিপ্লব'-এর কর্মসূচি ছিল সে লক্ষ্যেই

নির্দেশিত। বঙ্গবন্ধু ছিলেন বাঙালি সমাজের সমন্বয়, সমতা ও সম্প্রীতির শাশ্বত ঐতিহ্য ও ধারা, সংশ্লেষণাত্মক সংস্কৃতির সার্থক প্রতিনিধি। রাষ্ট্র পরিচালনার চার মূলনীতি–জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাসহ বাহাত্তরের সংবিধানে আমরা বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শনের সামগ্রিক পরিচয় পাই। বাঙালির স্বাধীন অস্তিত্ব জাতীয় সংহতি ও রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন-অগ্রতির ক্ষেত্রেও বঙ্গবন্ধুর দর্শন বা শিক্ষা অনন্তকাল ধরে জাতির জন্য আবশ্যকীয় হয়ে থাকবে।

সভাপতির ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন আত্মত্যাগময়। পাকিস্তানপর্বের প্রায় অর্ধেক সময়জুড়ে তিনি কারাগারে কাটিয়েছেন, মন্ত্রীত্বের মোহ ত্যাগ করে রাজনৈতিক সংগঠন গড়েছেন। এমনকি প্রধানমন্ত্রীত্বের হাতছানি প্রত্যাখ্যান করে তিনি দেশের স্বাধীনতার পথ বেছে নিয়েছেন। তাঁর নেতৃত্বে দেশ স্বাধীনের পর তিনি রাষ্ট্রচিন্তার কেন্দ্রভাগে রেখেছেন অসাম্প্রদায়িকতাকে। তাঁর এই দৃঢ় আদর্শিক অবস্থান বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মৌল ধারণাবিরোধীদের আক্রোশের কারণ হয়েছে, যে কারণে তাঁকে ঘাতকচক্রের হাতে নির্মমভাবে প্রাণ দিতে হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর এই অপরাজেয় আদর্শের কারণেই আমরা তাঁকে চিরদিন স্মরণে রাখবো।

৯.৩ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১৯তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একক বক্তৃতা

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১৯-তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫/২৪ মে ২০১৮ বৃহস্পতিবার সকাল ১১:০০টায় একাডেমির কবি শামসুর রাহমান সেমিনার কক্ষে নজরুল বিষয়ক একক বক্তৃতা ও সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির সচিব ও ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন। *নজরুল : চিরবিদ্রোহী* শীর্ষক একক বক্তৃতা প্রদান করেন অধ্যাপক মোরশেদ শফিউল হাসান। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল কাইউম। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নজরুলগীতি পরিবেশন করেন শিল্পী লীনা তাপসী খান।

স্বাগত ভাষণ প্রদান করে মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন বলেন, নজরুল ছিলেন হিন্দু-মুসলমানের মিলনের প্রতীক। ধর্মের নামে বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সদা-সোচ্চার।

একক বক্তৃতায় অধ্যাপক মোরশেদ শফিউল হাসান বলেন, মানুষই ছিল নজরুলের মর্মকথা। তাঁর জীবন বিদ্রোহের আভায় স্নাত, বিচিত্র ও বর্ণাঢ্য। কবিতায় তিনি নতুন স্বরের উদ্‌গাতা, গদ্যে মননের সাধক, সংগীতে ধ্রুপদী ও লোকধারার স্বার্থক সেতুবন্ধকারী, বেতার ও চলচ্চিত্রের জগতে স্বচ্ছন্দবিহারী। ব্যক্তিত্বের অনমনীয় দৃঢ়তায় তিনি যেমন সাম্রাজ্যবাদ ও অসাম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন ঠিক তেমনি সমকালীন সমাজের হিন্দু ও মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে নিজের জীবন ও সাহিত্য দিয়ে বিদ্রোহ করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর মতো অসাম্প্রদায়িক মানুষ খুঁজে পাওয়া বিরল। আবার সাহিত্যে ও সংগীতে প্রগতির কণ্ঠে তিনি স্বসম্প্রদায়ের মুসলমানদের জাগিয়ে

দিয়ে গেছেন। একক বক্তা বলেন, নজরুলের জীবনকথা লিখতে গিয়ে অনেকেই বিভ্রান্তির জালে আবদ্ধ করেছেন আমাদের। তাই এখন প্রয়োজন নজরুলকে তাঁর প্রকৃত স্বরূপে আবিষ্কার ও চর্চা।

সভাপতির অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল কাইউম বলেন, নজরুলের জীবন এক বিদ্রোহ, এক বিস্ময়। ধরাবাঁধা জীবন ও সাহিত্যধারার বিপরীতে তিনি প্রাণের উদ্দাম আবেগে সামনে এগিয়ে চলেছেন, একই সঙ্গে আমাদেরও দিয়েছেন সামনে চলার দিশা।

৯.৪ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একক বক্তৃতা

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৭-তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি ২৪শে বৈশাখ ১৪২৫/০৭ই মে ২০১৮ সোমবার বিকেল ৫:০০টায় একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনে একক বক্তৃতা, রবীন্দ্র পুরস্কার-২০১৮ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান। *রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে উপনিবেশিত বাংলা* শীর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ-এর উপাচার্য অধ্যাপক বিশ্বজিৎ ঘোষ। সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান।

স্বাগত ভাষণে অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান বলেন, রবীন্দ্রনাথ এক মহৎ মানদণ্ডের নাম, বাঙালি মনীষার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। বাংলাদেশ রবীন্দ্রনাথকে ধারণ করে আছে গভীর আত্মিক সংশ্লিষ্টতায়। তবে রবীন্দ্রসংগীত চর্চায় আমরা বহুদূর অগ্রসর হলেও রবীন্দ্রসাহিত্যের নিবিড় গবেষণায় আমাদের অনেকদূর যাওয়ার আছে।

একক বক্তা অধ্যাপক বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, বাংলা ছোটগল্পের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর হাতে ঘটে বাংলা ছোটগল্পের উজ্জ্বল মুক্তি। বর্তমান বাংলাদেশের প্রান্তিক অঞ্চলসমূহে অবস্থান গল্পকার রবীন্দ্রনাথকে নতুন মানব-ভুবনের সন্ধান দিয়েছে। *গল্পগুচ্ছ*-এর নানা গল্পে উপনেবিশিত বাংলার পরিচয় ধরা আছে। তিনি বলেন, ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে ভারতীয় মানব-সম্পর্ক কীভাবে বিনষ্ট হয়েছে, মেকলের শিক্ষা-ব্যবস্থার ফলে কীভাবে মধ্যবিত্ত-মানস আত্মপরতায় নিমজ্জিত হয়েছে, কেন্দ্র-প্রান্তের ব্যবধান কীভাবে স্ফীত হয়েছে, নিম্নবর্গের উপর জমিদারি ব্যবস্থার দাপট কীভাবে দুর্বিষহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে, জাতীয়তাবাদী চেতনা কীভাবে বিকাশমুখ লাভ করেছে আর নারী কীভাবে নিগ্রহমূলক পরিস্থিতি ভেদ করে তার আত্মস্বাতন্ত্র্যমূলক প্রকাশের প্রচেষ্টা পেয়েছে– তার এক প্রামাণ্যরূপ লাভ করা যাবে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে। একক বক্তা বলেন, উপনিবেশের অধিবাসী হয়েও উত্তর-ঔপনিবেশিক চেতনায় বাংলার মানুষের আত্মিক ও জাগতিক মুক্তির কথা ছোটগল্পের অবয়বে জোরালোভাবে ব্যক্ত করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অনুষ্ঠানে বাংলা একাডেমি প্রবর্তিত *রবীন্দ্র পুরস্কার-২০১৮* প্রদান করা হয়। রবীন্দ্রসাহিত্যে গবেষণায় সামগ্রিক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জনাব আবুল

মোমেন এবং রবীন্দ্রসংগীত চর্চার স্বীকৃতিস্বরূপ শিল্পী ফাহিম হোসেন চৌধুরী-কে *রবীন্দ্র পুরস্কার-২০১৮* প্রদান করা হয়। পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক ও শিল্পীর হাতে পুষ্পস্তবক, সনদ, সম্মাননা স্মারক ও পুরস্কারের অর্থমূল্য ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা তুলে দেন বাংলা একাডেমির সভাপতি অধ্যাপক আনিসুজ্জামান ও মহাপরিচালক অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান।

রবীন্দ্র পুরস্কার-২০১৮-প্রাপ্ত আবুল মোমেন এবং শিল্পী ফাহিম হোসেন চৌধুরী তাঁদের প্রতিক্রিয়ায় বলেন, বাংলা একাডেমির রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্তি জীবনের বিশেষ অর্জন। রবীন্দ্রগবেষণা ও চর্চায় আরো নিবিড়ভাবে নিবিষ্ট হওয়ার দায় এ পুরস্কার তৈরি করবে।

সভাপতির বক্তব্যে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করে আমাদের আয়োজন যেন কেবল আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ না থাকে; বিশেষ করে আমাদের তরুণ প্রজন্ম যেন রবীন্দ্রনাথের মানবমুখী চিন্তা ও দর্শনের বিভায় স্নাত হতে পারে– সেদিকে দৃষ্টি দেয়া জরুরি।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আবৃত্তি পরিবেশন করেন আবৃত্তিশিল্পী গোলাম সারোয়ার। সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী ইফ্‌ফাত আরা দেওয়ান এবং কমলিকা চক্রবর্তী।

৯.৫ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৪১তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একক বক্তৃতা

বাংলা একাডেমি ১২ ভাদ্র ১৪২৪/২৭ আগস্ট ২০১৭ রবিবার জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৪১তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সকাল ৭:০০টায় বাংলা একাডেমির পক্ষ থেকে জাতীয় কবির সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। বিকেল ৪:০০টায় একাডেমির কবি শামসুর রাহমান সেমিনার কক্ষে একক বক্তৃতানুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান। ***নজরুল : সম্প্রীতির সন্ধান*** শীর্ষক বিষয়ে একক বক্তৃতা প্রদান করেন অধ্যাপক সৌমিত্র শেখর। সভাপতিত্ব করেন ইমেরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী।

স্বাগত ভাষণে অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান বলেন, এ বছর বিশ্বব্যাপী রুশ বিপ্লবের শতবর্ষ উদ্‌যাপিত হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে নজরুলকে স্মরণ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এই বিপ্লবের মানবিক আভায় স্নাত ছিলেন তরুণ নজরুল। এই বিপ্লবী, মানবিক দর্শনই নজরুলকে চালিত করেছে সম্প্রীতির সন্ধানে।

একক বক্তা অধ্যাপক সৌমিত্র শেখর বলেন, বর্তমান প্রেক্ষাপটে পৃথিবীজুড়েই আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষায় প্রশ্নটি বড় হয়ে উঠেছে। আর এক্ষেত্রে কাজী নজরুল ইসলামের জীবন ও সৃষ্টি আলোকপাত করা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। কারণ নজরুল তাঁর ব্যক্তিজীবন ও সৃজনকর্ম দিয়ে পৃথিবীর নানা ধর্ম-সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে সম্প্রীতির সেতুবন্ধনে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, চেয়েছেন সাম্য ও মৈত্রীময় এক সুন্দর পৃথিবী। তিনি বলেন, সারা পৃথিবীতে যেখানে মানবতা ভূলুণ্ঠিত, পরমতসহিষ্ণুতা হিংসার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত, সেখানে নজরুল ইসলামের জীবন ও সৃষ্টি এবং এর মিথস্ক্রিয়া থেকে উঠে আসা দর্শনে পাওয়া যায় মানবপ্রেমের সুস্নিগ্ধ জলপ্রপাত, পরমতসহিষ্ণুতার বাতায়ন,

সৌহার্দ্যের অমিয়ধারা। একক বক্তা বলেন, নজরুলের জন্মের মাত্র ছয় বছর পর বঙ্গভঙ্গ হয়, তাঁর বয়স যখন বার তখন তা রদ হয়। এরপর সশস্ত্র আন্দোলন, অহিংস আন্দোলন এবং হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় রক্তাক্ত ছিল ভারতবর্ষের রাজনীতি। সেই হলাহলের মধ্যে বসেই নজরুল সম্প্রীতির পুষ্পহাসি হেসেছেন। 'মানুষ' পরিচয়কে মুখ্য করতে গিয়ে নজরুল সবাইকে সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করতে চেয়েছেন। হিন্দু বা মুসলিম অথবা অন্য কোনো ধর্মীয় পরিচয়ের চেয়ে 'মানুষ' পরিচয়ই যে আমাদের কাছে প্রধান হওয়া উচিত, নজরুলের সমগ্র জীবন ও সাহিত্যের মূল বার্তাই তা-ই।

সভাপতির বক্তব্যে অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, নজরুলের সমকালে এবং আজকেও সবাই তাঁকে নিজের কাঠামোতে অবলোকন ও ব্যাখ্যা করে কারণ নজরুলের মতো মৌলিক ও বৃহৎ প্রতিভাকে সবাই-ই নিজের মতো করে ভাবতে চায়, বিশ্লেষণ করতে চায়। তিনি বলেন, নজরুলের সম্প্রীতি-সাধনার মূলে ছিল তাঁর প্রবল ইহজাগতিকতার বোধ। ভারতে যখন স্বাধীনতার সংগ্রাম পরিণত হচ্ছিল সাম্প্রদায়িক সংঘাতে তখন নজরুল একদিকে যেমন সম্প্রীতির বাণী প্রচার করেছেন অন্যদিকে কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষের মুক্তিসংগ্রামের পথানুসন্ধান করেছেন।

১০. ভাষাসংগ্রামী শহিদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের ১৩১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে স্মারক বক্তৃতা

ভাষাসংগ্রামী শহিদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের ১৩১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি ১৮ কার্তিক ১৪২৪/২ নভেম্বর ২০১৭ বৃহস্পতিবার বিকেল ৪:০০টায় একাডেমির কবি শামসুর রাহমান সেমিনার কক্ষে স্মারক বক্তৃতানুষ্ঠানের আয়োজন করে । অনুষ্ঠানে *ভোরের পাখি শহিদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত* শীর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন লেখক-গবেষক-রাজনীতিক ড. নূহ-উল-আলম লেনিন। সভাপতিত্ব করেন একাডেমির সচিব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন। অনুষ্ঠানে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের পৌত্রী আরমা দত্ত উপস্থিত ছিলেন।

নূহ-উল-আলম লেনিন বলেন, নিশাবসানে একটি নতুন দিনের আগমনী সংবাদে আমাদের ঘুম ভাঙে ভোরের পাখির কলতানে-গানে। ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত সেই জাগর-মন্ত্রে বাঙালি জাতিকে সচকিত করে দিয়েছিলেন। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান সংবিধান সভায় পাকিস্তানের ভাষা বিতর্কের সূচনা করেন কংগ্রেস পরিষদীয় দলের উপনেতা ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। পাকিস্তানের সংবিধান সভা গণপরিষদে কোন ভাষা ব্যবহার হবে, এই প্রসঙ্গে সরকারি মুসলিম লীগ দলের প্রস্তাব ছিল উর্দু ও ইংরেজি। ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর প্রস্তাবের পক্ষে গণপরিষদে যে ভাষণ দেন তাতে তিনি দৃঢ়ভাবে বাংলাকে পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকের ভাষা হিসেবে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদাদানের দাবি জানান। ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত সাহস ও প্রজ্ঞার সাথে সংবিধান সভায় এই দাবিটি তুলে আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা, মুক্তি ও গণতান্ত্রিক অভিযাত্রার বংশীবাদকের ভূমিকা পালন করলেন। ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু এই গৌরবোজ্জ্বল অভিযাত্রায় নেতৃত্ব

দিয়ে তাকে যৌক্তিক পরিণতির দিকে এগিয়ে নিলেন। আমরা পেলাম বাঙালির ইতিহাসের প্রথম জাতি-রাষ্ট্র, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। তিনি বলেন, ১৯৭১-এ পুত্রসহ বর্ষীয়ান ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে পাকিস্তানি হানাদার সেনাবাহিনী কুমিল্লা সেনানিবাসে দিনের পর দিন নিষ্ঠুরতম নির্যাতন করে হত্যা করে। এভাবে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তাঁর বিরুদ্ধে ১৯৪৮ সালের প্রতিশোধ গ্রহণ করে। কিন্তু পাকিস্তানি হানাদাররা শারীরিকভাবে এই বরেণ্য বীরকে হত্যা করতে সক্ষম হলেও তাঁর কালজয়ী আদর্শকে হত্যা করতে পারেনি। শহিদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত একটি ভেদ-বৈষম্যহীন অসাম্প্রদায়িক সমৃদ্ধ মানবিক সমাজ গড়ার সংগ্রামে অনাগতকাল ধরে ধ্রুবতারা হয়ে আমাদের পথ দেখাবেন।

সভাপতির বক্তব্যে মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন বলেন, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন একজন বড় মাপের দেশপ্রেমিক নেতা। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরই তিনি বাংলাভাষার পক্ষে জোরালো অবস্থান গ্রহণ করে ভাষা আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা হিসেবে আবির্ভূত হন। এছাড়া বিভিন্ন সময় জনপ্রতিনিধি হিসেবে বাংলার তৃণমূল মানুষের জন্য তিনি জনকল্যাণকর কাজ করে গেছেন। তাঁর আত্মকথায় বিধৃত হয়েছে প্রায় এক শতাব্দীর সংগ্রামী অভিযাত্রার কথা। মহান মুক্তিযুদ্ধে শাহাদত বরণ করে প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের আত্মার সঙ্গে শহিদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশে আছেন।

১১. বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৭৬তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিশেষজ্ঞ **বক্তৃতা**

বাংলা একাডেমি ২২ শ্রাবণ ১৪২৪/৬ আগস্ট ২০১৭ রবিবার বিকেল ৪:০০টায় একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৭৬তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিশেষজ্ঞ বক্তৃতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান। 'পরিবেশ, নির্মাণসংস্কৃতি ও রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট স্থপতি, রবীন্দ্র গবেষক ও পরিবেশবিদ অরুণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে দৃশ্যভাষায় সহায়তা করেন তাঁর স্ত্রী সুদেষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ ইব্রাহীম হোসেন খান। সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক হারুন অর রশিদ, শিল্পী মনোরঞ্জন ঘোষাল, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আলতাফ হোসেন, অধ্যাপক ফকরুল আলম, অধ্যাপক মহুয়া মুখোপাধ্যায়, ড. ইসরাইল খান, আজিজুর রহমান আজিজ, কথাসাহিত্যিক আনোয়ারা সৈয়দ হক, কবি রুবী রহমান, কাজী রোজী এমপি, হাবীবুল্লাহ সিরাজী, ফারুক মাহমুদ, আসলাম সানী, তারিক সুজাত, সুভাষ সিংহ রায়, *কালি ও কলম* সম্পাদক আবুল হাসনাত, সোনারগাঁ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের পরিচালক রবীন্দ্র গোপ প্রমুখ।

স্বাগত ভাষণে অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান বলেন, বাংলা একাডেমি এবার ভিন্ন আঙ্গিকে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করছে। তাঁর সাহিত্যকর্মের মতোই স্থাপত্যচিন্তাও ব্যতিক্রমী এবং মৃত্তিকালগ্ন যা আজকের দিনেও আমাদের জন্য সমান প্রাসঙ্গিক।

'পরিবেশ, নির্মাণসংস্কৃতি ও রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক বক্তৃতা প্রদান করে অরুণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, শুধু প্রযুক্তি দিয়ে যে স্থাপত্যের মুক্তি ঘটবেনা বরং সাহিত্য-সংস্কৃতির নিবিড় যোগাযোগের মধ্য দিয়েই যে স্থাপত্যের পূর্ণতা সম্ভব তা রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন। বিশ্বপরিবেশ নিয়ে তাঁর ভাবনা ছিল নিগূঢ় এবং তা তিনি বিশদ করে লাভ করেছেন পূর্ববঙ্গের শিলাইদহ, পতিসর, শাহজাদপুরে বসবাসের সূত্রে। বস্তুত পূর্ববঙ্গের শিলাইদহই ছিল শান্তিনিকেতনের প্রাককথন। আলো-বাতাস ও পরিসরকে রবীন্দ্রনাথ স্থাপত্যের আত্মা মনে করতেন। তিনি বলেন, যে কোন নির্মাণকে সৃষ্টিমুখী করে গড়ে তুলতে হবে– এই ছিল রবীন্দ্রবিশ্বাস। স্থাপত্য তাঁর কাছে ছিল আকারের মহাযাত্রা। আমরা আজ উদগ্রতাকে এবং বিশালতাকে স্থাপত্যের গুণ হিসেবে জ্ঞান করছি কিন্তু রবীন্দ্রচিন্তার আলোকে স্থাপত্যকে যদি আমাদের মানবীয় ভাবনার অংশী করে তুলতে পারি তবে দেখব স্থাপত্যের ভেতর প্রকৃতির স্পন্দন জাগানোতেই এর মহিমা নিহিত।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মোঃ ইব্রাহীম হোসেন খান বলেন, বাঙালি জীবনের এমন কোন জায়গা নেই যেখানে রবীন্দ্রনাথকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তিনি শান্তি ও সম্প্রীতির, সৃষ্টি ও কল্যাণের ভাবনা ভেবেছেন সবসময়। তাঁর স্থাপত্যচিন্তাতেও খুঁজে পাওয়া যায় কালোত্তীর্ণ মানবভাবনা।

সভাপতির বক্তব্যে ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, প্রকৃতির প্রতি রবীন্দ্রনাথের যে ব্যাকুলতা ছিল তা পূর্ববঙ্গে এসে পূর্ণতা পায়। আর তার স্থাপত্যিক বিকাশ তিনি ঘটান শান্তিনিকেতনে। সেখানকার গৃহনির্মাণকলা থেকে শুরু করে শিক্ষা-পরিসর পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় লগ্নতার সাধনা করেছেন।

অনুষ্ঠানে একক রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া।

১২. অমর একুশে গ্রন্থমেলা

১২.১ গ্রন্থমেলার ইতিহাস

ইউনেস্কো ১৯৭২ সালকে আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষ ঘোষণা করে। সে উপলক্ষ্যে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের তৎকালীন পরিচালক *সরদার জয়েনউদ্দিন* বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে একটি আন্তর্জাতিক বইমেলার আয়োজন করেন। এতে ভারত, জাপান, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশ অংশগ্রহণ করে। এই বইমেলাই ছিল নব্যস্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম বইমেলা। বাংলাদেশে এই প্রথম বইমেলা আয়োজনের কৃতিত্ব সরদার জয়েনউদ্দিনের। এই বইমেলার স্লোগান ছিল : 'সবার জন্য বই'।

১৯৭৪ সালের জাতীয় সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষ্যে মুক্তধারার চিত্তরঞ্জন সাহা, স্টান্ডার্ড পাবলিশার্সের রুহুল আমিন নিজামী এবং বর্ণমিছিলের তাজুল ইসলাম প্রমুখ প্রকাশক তাঁদের বই নিয়ে একাডেমি প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে পসরা সাজিয়ে বসেন। ঐ বছর থেকে একুশ উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমির নিজস্ব প্রকাশনা হ্রাসকৃত মূল্যে বিক্রি শুরু হয়। একাডেমি ঐ বছরে প্রকাশ করে *লেখক পরিচিতি* নামে একটি ছোট বই।

পরবর্তীকালে চিত্তরঞ্জন সাহা ধীরে ধীরে বইমেলা এবং প্রকাশনা শিল্পকে একটি পেশাগত রূপ দিতে সচেষ্ট হন। তিনি নিজে জাপানে মুদ্রণ ও প্রকাশনা শিল্প সম্পর্কে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং তাঁর প্রধান সম্পাদক অধ্যাপক আবদুল হাফিজকেও জাপান থেকেই এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা করে দেন। ঐ সময়ে শুধু তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'মুক্তধারা' প্রকাশনা সংস্থাতেই পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা (review) ও সম্পাদনার ব্যবস্থা ছিল। তাই বলা যায়, বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্পকে পেশাগত স্তরে উন্নীত করার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন শ্রী সাহা।

১৯৮৩ সালে এসে বর্তমান বইমেলার জন্য একটি নীতিমালা ও নিয়মাবলি প্রণীত হয়। কিন্তু স্বৈরাচারী সরকার ছাত্রমিছিলে ট্রাক তুলে দেয়ায় দু'জন ছাত্র নিহত হন এবং সে-বছর মেলা আর অনুষ্ঠিত করা সম্ভব হয়নি। ১৯৮৪ সাল থেকে শুরু হয় 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা'। এই মেলার মূল স্লোগান ছিল : 'একুশে আমাদের পরিচয়'।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে যে সাংস্কৃতিক জাগরণের সূচনা হয়, তার প্রথম সংহত অভিব্যক্তি অমর একুশে গ্রন্থমেলা। দেশের সংস্কৃতিবিকাশের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গ্রন্থমেলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই মেলাকে কেন্দ্র করে আমাদের দেশে গড়ে উঠছে বিভিন্ন সৃজনশীল প্রকাশনা সংস্থা। পাশাপাশি বৃদ্ধি পাচ্ছে পাঠক সমাজ। সাহিত্য ও সৃজনশীল চিন্তা-চেতনার যাঁরা নিরন্তর সাধক, তাঁদের সংখ্যাও বাড়ছে ক্রমশ। গ্রন্থমেলাকে উপলক্ষ্য করে কেবল দেশের নানাপ্রান্ত থেকে নয়, বিদেশে বসবাসরত বাঙালির মধ্য থেকেও বাংলা ভাষাপ্রেমী বইপ্রেমী মানুষেরা এই মেলায় ছুটে আসেন। বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, ছাত্র, গণমাধ্যম-কর্মী, সাহিত্যপত্র-লিটল ম্যাগাজিনের উদ্যোক্তা, গবেষণা সংস্থা ও সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং সর্বোপরি লেখক ও পাঠকের সমাবেশে বাংলা একাডেমির একুশের এই আয়োজন অনন্যসাধারণ। মূলত বাংলা একাডেমির বইমেলার মাধ্যমে বাংলাদেশে এক নতুন সাংস্কৃতিক জাগরণের সূত্রপাত ঘটেছে।

১২.২ অমর একুশে গ্রন্থমেলা প্রতিবেদন ২০১৮

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পহেলা ফেব্রুয়ারি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মাসব্যাপী অমর একুশে গ্রন্থমেলা ও অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধন ঘোষণা করেন। প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতি গ্রন্থমেলার সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্যকে ভিন্নতর মাত্রা দান করে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলনে আগত বিদেশি অতিথিদের মধ্যে যুক্তরাজ্যের এগনিস মিডোস, ক্যামেরুনের ড. জয়েস এসউনটেনটেঙ, মিশরের ইব্রাহিম এলমাসরি ও সুইডেনের অরনে জনসন বক্তব্য রাখেন। আরও বক্তব্য রাখেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী

আসাদুজ্জামান নূর এমপি, সংস্কৃতি সচিব ইব্রাহীম হোসেন খান, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান এবং বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক সমিতির প্রতিনিধি আরিফ হোসেন ছোটন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন একাডেমির সভাপতি ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান।

গ্রন্থমেলা ও সাহিত্য সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখকদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। এবার ১০টি বিভাগে ১৩ জনকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। কবিতায় মোহাম্মদ সাদিক ও মারুফুল ইসলাম, কথাসাহিত্যে মামুন হুসাইন, প্রবন্ধে মাহবুবুল হক, অনুবাদে আমিনুল ইসলাম ভুইয়া, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সাহিত্যে কামরুল ইসলাম ভূইয়া ও সুরমা জাহিদ, ভ্রমণকাহিনিতে শাকুর মজিদ, নাটকে মলয় ভৌমিক, বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনিতে মোশতাক আহমেদ এবং শিশুসাহিত্যে ঝর্ণা দাশ পুরকায়স্থকে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

বাংলা একাডেমি ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যান মিলে রেকর্ডসংখ্যক অর্থাৎ ৪৫৫টি প্রতিষ্ঠানকে ৭১৯ ইউনিট স্টল বরাদ্দ দেয়া হয়। বাংলা একাডেমি-সহ ২৪টি প্রতিষ্ঠান সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে প্যাভিলিয়ন বরাদ্দ পায়। এবার এক ইউনিটের ২২৯টি, দুই ইউনিটের ১১২টি, তিন ইউনিটের ৪০টি এবং চার ইউনিটের ২৩টি স্টল বরাদ্দ দেয়া হয়।

শিশুদের জন্য ৪৪টি প্রতিষ্ঠান ৭৩টি ইউনিটের স্টল বরাদ্দ পায়। এবার শিশু কর্নারকে বিশেষভাবে সাজানো হয়। প্রতিদিন শিশুদের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা ছিল। শিশু কিশোরদের জন্য বাংলা একাডেমি, আবৃত্তি ও সাধারণ জ্ঞান, সঙ্গীত ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। ৮ দিন শিশু প্রহর ছিল। এসব দিনে এবং অন্যান্য দিনেও শিশুরা তাদের অভিভাকদের সঙ্গে মেলায় আসে, আনন্দ করে এবং ইচ্ছামতো বই কিনে। শিশুদের আগমণে প্রতিদিন মেলা নতুন প্রাণে জেগে উঠতো।

১৩৬টি লিটল ম্যাগাজিনকে বর্ধমান হাউসের দক্ষিণ পাশে লিটলম্যাগ চত্বরে স্থান করে দেয়া হয়। লিটলম্যাগ চত্বরে স্টল স্থাপন করে দেশের তরুণ ও সম্ভাবনাময় সাহিত্যকর্মীরা তাঁদের প্রতিভা ও সৃষ্টিশীলতা প্রদর্শন করেন।

বইমেলার সোহরাওয়ার্দী উদ্যান অংশকে ১২টি চত্বরে বিভক্ত করা হয়। এসব চত্বর ১২ জন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও লেখকের নামে নামে উৎসর্গ করা হয়। যাঁদের নামে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ১২টি চত্বর উৎসর্গ করা হয় তাঁরা হলেন : শহিদ নূতনচন্দ্র সিংহ, শহিদ সিরাজুদ্দীন হোসেন, সৈয়দ শামসুল হক, শহিদ মতিয়ুর, শহিদ আলতাফ মাহমুদ, লোকশিল্পী রমেশ শীল, অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই, শহিদ আসাদ, শহিদ নূর হোসেন, শহিদ মেহেরুন্নেসা, শহিদ মুনীর চৌধুরী এবং অধ্যাপক অজিতকুমার গুহ। বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণ উৎসর্গ করা হয় সদ্যপ্রয়াত কথাশিল্পী শওকত আলীর নামে।

২২ ও ২৩শে ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন। সম্মেলনের মূল থিম ছিল 'South Asian Literature Now' সম্মেলনে বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলংকা, পাকিস্তান ও কলম্বিয়ার ২৫ জন লেখক-সাহিত্যিক অংশ নেন। দেশের খ্যাত ও তরুণ সাহিত্যিকেরাও এতে অংশ নেন..... সাহিত্য সম্মেলনে

South Asian Fiction, South Asian Theatre, South Asian Poetry, South Asian Languages and Translation ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়। এছাড়া পুরো মাসব্যাপী একুশে অনুষ্ঠানমালায় বিভিন্ন পর্বে আলোচনা, প্রবন্ধ পাঠ ও স্বরচিত কবিতা পাঠ অনুষ্ঠিত হয়। মূল মঞ্চের আলোচনায় ৩১টি প্রবন্ধ পাঠ হয়, ৭৫ জন বিশেষজ্ঞ আলোচনা করেন এবং ২৮ জন বিশিষ্ট পণ্ডিত সভাপতিত্ব করেন ...। ২৫ দিনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দেড় শতাধিক শিল্পী অংশ নেন। সব মিলে একটি অপূর্ব সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আবহ তৈরি হয়।

এবার আঙ্গিক সৌন্দর্য্য ও সামগ্রিক পরিকল্পনায় কিছু নতুন বিষয় যুক্ত করা হয়। গতবারের তুলনায় এবার সোহরাওয়ার্দী উদ্যান প্রাঙ্গণে বেশি স্টলের ব্যবস্থা করা হয়। প্রায় ১ লাখ ৪০ হাজার বর্গফুট জায়গায় ইট বিছানো হয়। অনেক জায়গা মাটি দিয়ে ভরাট করা হয়। ২৪টি প্রতিষ্ঠানকে প্যাভিলিয়ন বরাদ্দ দেয়া হয়। নতুন বই প্রদর্শনের জন্য একাডেমি প্রাঙ্গণে বৃহৎ আকারের 'নতুন বইয়ের স্টল' বানানো হয়। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে উচু ও প্রশস্ত মোড়ক উন্মোচন মঞ্চ স্থাপন করা হয়। উভয় প্রাঙ্গণে ৪টি খাবারের স্টল বরাদ্দ দেয়া হয়। এবারও পুলিশের পক্ষ থেকে উভয় অংশে সৌজন্যমূলক পানি সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল। গতবারের চেয়ে এবার বেশি সংখ্যক হুইল চেয়ারের ব্যবস্থা ছিল। শারিরীকভাবে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষ ও সিনিয়র নাগরিকদের যার ফলে হুইল চেয়ারে মাধ্যমে মেলা প্রাঙ্গণ ঘুরে দেখা সহজ হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট-সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে ২৭০জন গ্রন্থপ্রেমিক মানুষকে হুইল চেয়ারে মেলা ঘুরে দেখিয়েছেন। মেলা প্রাঙ্গণকে ময়লা ও আবর্জনামুক্ত রাখার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হয়। একদিন মহাপরিচালকের নেতৃত্বে বাংলা একাডেমির কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকরা 'আমাদের মেলা আমরা পরিষ্কার রাখি' এই শ্লোগান দিয়ে সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্দানের মেলা প্রাঙ্গণের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আবর্জনা পরিষ্কার করেন।

অন্যান্যবারের তুলনায় এবার অধিক হারে ডিজিটাল ও তথ্যপ্রযুক্তি সেবা প্রদান করা হয়। বইমেলা নিয়ে নির্মিত বাংলা একাডেমির ba21bookfair.com ওয়েবসাইটটি বেশ জনপ্রিয়তা পায়। অন্তত ৩ লাখ বার এটিতে হিট করা হয়। মেলার অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে দর্শক-ক্রেতাদের সেবা দেয়। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের এটুআই এ-ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এছাড়া এবার প্রচুর ই-বুক, কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক বই প্রকাশিত ও বিক্রি হয়।

বাংলা একাডেমি অন্যান্য বারের মতো এবারও লেখককুঞ্জ, নামাজের স্থান, তথ্যকেন্দ্র, ই-তথ্যকেন্দ্র, সরাসরি সম্প্রচার, নিরাপত্তা, মোড়ক উন্মোচন, মাসব্যাপী আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মেলায় আগত লেখক, প্রকাশক এবং আগ্রহী পাঠক ক্রেতা দর্শণার্থীদের সেবা প্রদান করে।

অমর একুশে গ্রন্থমেলার নীতিমালা ও নিয়মাবলি লঙ্ঘন করায়, পরিদর্শন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে, ১০টি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকে চিঠি দেয়া হয়। এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নীতিমালার ৬.১, ১৩.১৩ ও ১৩.১৪ ধারা লঙ্ঘনের অভিযোগ উত্থাপিত হয়।

গুণিজনদের স্মৃতিতে একাডেমি বইমেলায় চারটি পুরস্কার প্রদান করে। এগুলো হলো : চিত্তরঞ্জন সাহা স্মৃতি পুরস্কার, মুনীর চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার, রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই স্মৃতি পুরস্কার এবং শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার। সমাপনী অনুষ্ঠানে এসব পুরস্কার প্রদান করা হয়।

২৮শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৪৫৯০টি নতুন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এবারও বাংলা একাডেমি প্রাপ্ত সকল বইয়ের মান প্রাথমিকভাবে নিরুপণের চেষ্টা করে। এতে দেখা যায় নতুন ৪৫৯০টি বইয়ের মধ্যে ৪৮৮টি মানসম্পন্ন। মোট ৮৫০টি নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। ৮৫০-জন লেখক ছাড়া বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অন্তত ২৫৭৫ জন এসব বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও আলোচক হিসেবে অংশ নেন।

বইমেলায় বাংলা একাডেমি-সহ সকল প্রতিষ্ঠানের বই ২৫ শতাংশ কমিশনে বিক্রি হয়। গতবার সমগ্র মেলায় ৬৫ কোটি ৪০ লাখ টাকার বই বিক্রি হয়েছিল। এবার ২৮শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বইমেলায় মোট ৭০ কোটি ৫০ লাখ টাকার বই বিক্রি হয়।

গ্রন্থমেলায় সমাপনী অনুষ্ঠান হয় ২৮শে ফেব্রুয়ারি। এতে সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর ইমিরেটাস আনিসুজ্জামান, প্রধান অতিথি ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর এমপি। আরোও উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রপণালয়ের সচিব মো. ইব্রাহীম হোসেন খান ও বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান। মেলার প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন সদস্য-সচিব ড. জালাল আহমেদ।

১২.৩ অনুষ্ঠানমালা

বাংলা একাডেমি আয়োজিত অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৮ ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে মাসব্যাপী প্রতিদিন আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আলোচনা অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের শিল্প সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন ও আলোচনা করা হয়।

যেমন, 'শহিদ নূতনচন্দ্র সিংহ' বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সজিব কুমার ঘোষ; আলোচনায় অংশ নেন মহীবুল আজিজ, প্রফুল্লরঞ্জন সিংহ, রাশেদ রউফ এবং সভাপতিত্ব করেন আবদুল মান্নান। শফিউল আলম 'খান বাহাদুর আহ্ছানউল্লা' এ বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন; আলোচনা করেন মো.মনিরুল ইসলাম, সরকার আবদুল মান্নান এবং সভাপতিত্ব করেন কাজী রফিকুল আলম। 'শহিদ রণদাপ্রসাদ সাহা' বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রতিভা মুৎসুদ্দি; আলোচনায় অংশ নেন রমণীমোহন দেবনাথ, আজিজুর রহমান আজিজ, হেনা সুলতানা এবং সভাপতিত্ব করেন রফিকুল ইসলাম। আলী ইমাম 'আ জ ম তকীয়ুল্লাহ: জীবন ও কর্ম' এ বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন; আলোচনা করেন রতন সিদ্দিকী, শান্তা মারিয়া এবং সভাপতিত্ব করেন আহমদ রফিক। 'অশ্বিনীকুমার দত্ত' বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বদিউর রহমান; আলোচনায় অংশ নেন আসাদ চৌধুরী, সৈয়দ বদরুল আহ্সান, জালাল আহমেদ, মো. মনিরুজ্জামান; এবং সভাপতিত্ব করেন হারুন-অর-রশিদ। শুভেন্দু ইমাম 'কবি আবদুল গফ্ফার দত্ত চৌধুরী' এ বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন; আলোচনা

করেন আলী মোস্তাফা চৌধুরী, মোস্তাক আহমাদ দীন, জফির সেতু এবং সভাপতিত্ব করেন ভীষ্মদেব চৌধুরী। 'এ বি এম হবিবুল্লাহ ও মমতাজুর রহমান তরফদার' বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আকবর আলি খান ও মেসবাহ কামাল; আলোচনায় অংশ নেন ফিরোজ মাহমুদ, এম আসহাবুর রহমান এবং সভাপতিত্ব করেন পারভীন হাসান। সুমন কুমার দাশ 'রশীদ উদ্দিন, উকিল মুন্সী ও বারী সিদ্দিকী' এ বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন; আলোচনা করেন কামালউদ্দিন কবির, সাইমন জাকারিয়া এবং সভাপতিত্ব করেন নূরুল হক। 'রবি গুহ, মুনীর চৌধুরী ও সরদার ফজলুল করিম' বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মফিদুল হক ও এম এম আকাশ; আলোচনায় অংশ নেন বেগম আকতার কামাল, অজয় দাশগুপ্ত অলকানন্দা, পিয়াস মজিদ এবং সভাপতিত্ব করেন সন্‌জীদা খাতুন। ইমতিয়ার শামীম 'রুশ বিপ্লবের শতবার্ষিকী' এ বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন; আলোচনা করেন ডা. সারওয়ার আলী ও সৈয়দ আজিজুল হক এবং সভাপতিত্ব করেন পবিত্র সরকার। 'শিক্ষা' বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আবুল মোমেন; আলোচনায় অংশ নেন রাশেদা কে চৌধূরী, আতিউর রহমান, এ.এম. মাসুদুজ্জামান এবং সভাপতিত্ব করেন মনজুর আহমেদ। খুশী কবির 'নারীর নিরাপদ পরিসর ও পরিবেশ' এ বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন; আলোচনা করেন সুলতানা কামাল, হোসনে আরা শাহেদ, সুভাষ সিংহ রায়, নূরুন্নাহার মুক্তা এবং সভাপতিত্ব করেন আয়েশা খানম। 'শিশু সংগঠনের নিষ্ক্রিয়তা ও শিশুর সাংস্কৃতিক বিকাশ' বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মোহিত কামাল; আলোচনায় অংশ নেন সুব্রত বড়ুয়া, দিলারা হাফিজ, হাসান শাহরিয়ার এবং সভাপতিত্ব করেন হাশেম খান। গোলাম মুস্তাফা 'আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য' এ বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন; আলোচনা করেন আহমদ কবির, সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, এম আবদুল আলীম এবং সভাপতিত্ব করেন মোহাম্মদ আবদুল কাইউম। 'নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী' বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন শরীফ উদ্দিন আহমেদ; আলোচনায় অংশ নেন সাইফুদ্দীন চৌধুরী, হাশেম সূফী, সুনীলকান্তি দে এবং সভাপতিত্ব করেন মো. আখতারুজ্জামান। 'এ কে এম আহসান, খান শামসুর রহমান ও মুজিবুল হক' এ বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জনাব মনজুরে মওলা; আলোচনা করেন এম মোকাম্মেল হক, আবদুল মমিন চৌধুরী, এনামুল হক এবং সভাপতিত্ব করেন আনিসুজ্জামান। 'এ এফ সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ, মুজাফ্ফর আহমদ চৌধুরী ও এ কে নাজমুল করিম' বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মুনতাসীর মামুন, মীজানুর রহমান শেলী ও সোনিয়া নিশাত আমিন এবং সভাপতিত্ব করেন বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর। মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন 'বাংলাদেশের অর্থনীতি' এ বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন; আলোচনা করেন কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ, হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন, ফাহমিদা খাতুন ও সেলিম জাহান এবং সভাপতিত্ব করেন হাসনাত আবদুল হাই। 'বাংলাদেশের হাজার বছরের ইতিহাস: বহুত্ববাদ এবং স্বাধীন বাংলাদেশের চার রাষ্ট্রনীতি' বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আকসাদুল আলম; আলোচনায় অংশ নেন সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, মাহবুবুল হক এবং সভাপতিত্ব করেন শামসুজ্জামান খান। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী 'অমর একুশে বক্তৃতা' এ বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন; স্বাগত ভাষণ দেন শামসুজ্জামান খান এবং সভাপতিত্ব

করেন আনিসুজ্জামান। 'শওকত আলীর সাহিত্য সাধনা' বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আবু হেনা মোস্তফা এনাম; আলোচনায় অংশ নেন ফারজানা সিদ্দিকা, তারেক রেজা এবং সভাপতিত্ব করেন সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। ইমানুল হক 'দেশ বিভাগের সত্তর বছর' এ বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন; আলোচনায় অংশ নেন সৈয়দ হাসান ইমাম ও মোনালিসা দাশ এবং সভাপতিত্ব করেন কামাল লোহানী। 'ভাষাসংগ্রামী নাদিরা বেগম, ভাষাসংগ্রামী মমতাজ বেগম ও শহিদ মিনারের অন্যতম রূপকার নভেরা আহমেদ' বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন রামেন্দু মজুমদার, রফিউর রাব্বি ও রেজাউল করিম সুমন; আলোচনায় অংশ নেন শফি আহমেদ ও মালেকা বেগম এবং সভাপতিত্ব করেন সৈয়দ আবুল মকসুদ। শাহিদা খাতুন 'বিজয় সরকার' এ বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন; আলোচনায় করেন মো. শাহিনুর রহমান, স্বরোচিষ সরকার, আকরাম শাহীদ চুন্নু এবং সভাপতিত্ব করেন আবুল আহসান চৌধুরী। 'বাংলা একাডেমির অমর একুশে গ্রন্থমেলা এবং বাংলাদেশের প্রকাশনার মান উন্নয়নে সমস্যা' বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন খান মাহবুব; আলোচনায় অংশ নেন বদিউদ্দিন নাজির, রেজাউদ্দিন স্টালিন, মোস্তফা সেলিম এবং সভাপতিত্ব করেন ফজলে রাব্বি। রাহমান নাসির উদ্দিন 'বাংলাদেশের আদিবাসী' এ বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন; আলোচনায় করেন ফয়জুল লতিফ চৌধুরী ও রণজিত সিংহ এবং সভাপতিত্ব করেন রাশিদ আসকারী। সমাপনী অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক জনাব শামসুজ্জামান খান। গ্রন্থমেলার প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন সদস্য-সচিব ড. জালাল আহমেদ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর এমপি এবং সভাপতিত্ব করেন ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান।

১৩. পুনর্মুদ্রণ

বাংলা একাডেমির পুনর্মুদ্রণ উপবিভাগ পাঠকের চাহিদা এবং বিক্রয় ও বিপণন উপবিভাগের পরামর্শে বছরজুড়ে বই প্রকাশ করে থাকে। এর মধ্যে অভিধান, পরিভাষা, কোষগ্রন্থ, রচনাপঞ্জি, ভাষাবিজ্ঞান, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলবিষয়ক, বিভিন্ন লেখকের রচনাবলি, মুক্তিযুদ্ধ, ইতিহাস-ঐতিহ্য, দর্শন, আইন এবং শিশু-কিশোর সাহিত্য ও আনন্দপঠন বিষয়ক বই উল্লেখযোগ্য।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে পুনর্মুদ্রণ উপবিভাগ থেকে ৪০টি বই প্রকাশিত হয়েছে। ৪০টি শিরোনামের বইয়ের মোট ১,৯০,২৫০ (এক লক্ষ নব্বই হাজার দুইশত পঞ্চাশ) কপি প্রকাশিত হয়েছে। এসব বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– *কারাগারের রোজনামচা*, *Bangla Academy English Bengali Dictionary*, *Bangla Academy Bengali English Dictionary*, *বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান*, *বাংলা একাডেমি বাংলা বানান অভিধান*, *বাংলা একাডেমি বাঙলা উচ্চারণ অভিধান*, *বাংলা একাডেমির ইতিহাস*, *বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১*, *বঙ্গবন্ধু নানা বর্ণে নানা রেখায়*, *বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ* (১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড), *বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা ব্যবহারিক ব্যাকরণ*, *পার্লামেন্টারি শব্দকোষ*, *বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান*, *বই পড়া ভারী মজা*, *মহাচীনের কথা*, *রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞান*, *কোয়ান্টাম জগৎ :*

কিছু বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক প্রশ্ন, ভারতবর্ষ ও বাঙালির স্বশাসন (১ম খণ্ড), *বাংলা সন ও পঞ্জিকার ইতিহাস-চর্চা এবং বৈজ্ঞানিক সংস্কার, কৃষ্ণবিবর, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, কোয়ান্টাম জগৎ : কিছু বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক প্রশ্ন, মহানবী* প্রভৃতি।

১৪. বিপণন ও বিক্রয়োন্নয়ন

বিক্রয় ও বিপণন

বাংলা একাডেমির বিক্রয় ও বিপণন উপবিভাগ একাডেমি প্রকাশিত বই ও পত্রিকা বিক্রয় এবং বিপণনের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করে। ঢাকাসহ সারাদেশে একাডেমির বই বিক্রয়ের জন্য ৬৫ জন এবং মাসিক উত্তরাধিকার পত্রিকা বিক্রয়ের জন্য ৬২ জন বিক্রয় প্রতিনিধি রয়েছেন। এ ছাড়াও উত্তরাধিকার পত্রিকার অনেক বার্ষিক গ্রাহক রয়েছেন।

বই বিপণনের লক্ষ্যে বাংলা একাডেমি প্রতি বছরের মতো ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে লন্ডন, আমেরিকা, জার্মান, পোল্যান্ড, সৌদি আরব বইমেলায় অংশগ্রহণ করে। এ ছাড়া কলকাতা আন্তর্জাতিক পুস্তকমেলা, বাংলাদেশ বইমেলা কলকাতা ও পানিহাটি বইমেলা কলকাতা'য় অংশ নেয় (পরিশিষ্ট-২)। বাংলা একাডেমি ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে বিভাগীয়, জেলা শহর এবং বিশ্ববিদ্যালয় শহর মিলে মোট ২০ (কুড়ি)টি বইমেলায় অংশগ্রহণ করে (পরিশিষ্ট-৩)।

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের সর্বমোট বিক্রয়

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে একাডেমি সর্বমোট ৪,৫৮,৮৪,১৮০.৫৫ (চার কোটি আটান্ন লক্ষ চুরাশি হাজার একশত আশি টাকা পঞ্চান্ন পয়সা) টাকার বই বিক্রয় করেছে (পরিশিষ্ট-৪)।

কারাগারের রোজনামচা

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রচিত **কারাগারের রোজনামচা** গ্রন্থটি ২০১৭ সালের মার্চ মাসে বাংলা একাডেমি প্রকাশ করে এবং ২০,০০০ (কুড়ি হাজার) কপি বিক্রয় করা হয়েছে। ২০১৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগানো এই বইটির ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) কপি বিক্রয় করা হয়েছে।

ক. দেশের বিভিন্ন স্থানে বইমেলা ২০১৭-১৮

ক্রমিক	মেলার স্থান	মেলার তারিখ	বিক্রির পরিমাণ
১	বগুড়া লেখকচক্র বইমেলা	৬–৭.১০.২০১৭	৭১,৯৯৮.৫০
২	লিড ফেস্ট	১৬–১৮.১১.২০১৭	৩৩১৬৯২.৭৫
৩	নন-ফিকশন বইমেলা	২৮–৩০.১১.২০১৭	৬৪৫২৯.৫০
৪	অফিসার্স ক্লাব বইমেলা	১২–১৫.০৮.২০১৭	১৪০৬২.৫০
৫	রাজশাহী বিভাগীয় বইমেলা	২৩–৩০.১০.২০১৭	১৪৪১২৭.২৫
৬	কবিকুঞ্জ বইমেলা	২৭–২৮.১০.২০১৭	২১০৬৯.৫০

৭	টুঙ্গিপাড়া বইমেলা	১৭–১৯.০৩.২০১৮	১১৬৮৬৫.০০
৮	শিশু একাডেমি বইমেলা	১৬–২৬.০৩.২০১৮	৫৯৯৪০.০০
৯	খুলনা বিভাগীয় বইমেলা	২৩–৩০.১২.২০১৭	১১৪০৬৭.৫০
১০	রাজশাহী বিভাগীয় বইমেলা	০১–০৯.০১.২০১৮	১৮০৫৭৬.০০
১১	টাঙ্গাইল বইমেলা	১৮–২৪.০৩.২০১৮	৫৬৩৮৫.০০
১২	সিলেট বিভাগীয় বইমেলা	১৯–২৬.০৩.২০১৮	৬৫৪২৯.০০
১৩	চট্টগ্রাম বইমেলা	২২–২৬.০৩.২০১৮	৯৬২১৫.৫০
১৪	বৈশাখী আড়ং	১৪–২৩.০৪.২০১৮	২০০৬৮১.২৫
১৫	বরিশাল বইমেলা	২৮.০৩–০৩.০৪.২০১৮	১২২৪৪৪.৭৫
১৬	বঙ্গভবনে প্রকাশনা উৎসব	১১.০১.২০১৮	৮২৩৫০.০০
১৭	ঢাকা বিভাগীয় বইমেলা	২৭.০৪–০৩.০৫.২০১৮	৭১৪০২.০০
১৮	চট্টগ্রাম আড়ং	২২–২৯.০৪.২০১৮	১২৩৫৪৮৬.০০
১৯	কৈশোর-তারুণ্যে	২০-২২.০২.২০১৮	১৮০০.০০
২০	নীলফামারী বইমেলা	৮–১৪.১২.২০১৭	৭০৪৪৫.৫০
		সর্বমোট =	**৩১,২১,৫৬৭.৫০**

খ. বিদেশের বিভিন্ন স্থানে বইমেলা ২০১৭-১৮ অর্থবছর

ক্রমিক	**মেলার স্থান**	**মেলার তারিখ**
১	বাংলাদেশ বইমেলা কলকাতা	১৫ – ২৪শে নভেম্বর ২০১৭
২	পানিহাটি বইমেলা কলকাতা	২০ – ৩১শে ডিসেম্বর ২০১৭
৩	ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলা	১৩–১৫ অক্টোবর ২০১৭
৪	কলকাতা আন্তর্জাতিক পুস্তকমেলা	৩১ জানুয়ারি–১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮
৫	বাংলাদেশ বইমেলা লন্ডন	১৬–১৮ মার্চ ২০১৮
৬	ওয়ারশ বইমেলা, পোল্যান্ড	১৬–২২শে মে ২০১৮
৭	সৌদি আরব বইমেলা	১৪–২৪ ডিসেম্বর ২০১৭
৮	নিউ ইয়র্ক বইমেলা	২২–২৪ জুন ২০১৮

গ. ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বই বিক্রির হিসাব

মাসের নাম	**নগদ বিক্রয়**	**বিল মাধ্যমে বিক্রয়**	**মোট বিক্রয়**
জুলাই ২০১৭	২২,৩২,৯৬৫.৮৫	৭,৮৫,৫২৭.৪০	৩০,১৮,৪৯৩.২৫
আগস্ট ২০১৭	৩০,৯৮,৮৭৮.৪৫	২,১৮,৭১,৫১.৭৫	৫২,৮৬,০৩০.২০
সেপ্টেম্বর ২০১৭	১৬,৬০,৭৮৯.৭০	৮,৩৬,৮৮০.০০	২৪,৯৭,৬৬৯.৭০
অক্টোবর ২০১৭	২১,৩৫,০০৪.৫০	–	২১,৩৫,০০৪.৫০
নভেম্বর ২০১৭	২৭,২৩,৮৪১.৩৫	১,৬০,৯৬১.০০	২৮,৮৪,৮০২.৩৫

ডিসেম্বর ২০১৭	২৭,৩০,৪৪৬.০৫	১,৩৯,৩৪৫.০০	২৮,৬৯,৭৯১.০৫
জানুয়ারি ২০১৮	৩৩,২৫,৭০৪.২৫	–	৩৩,২৫,৭০৪.২৫
ফেব্রুয়ারি ২০১৮	১,৫৬,৪৩,০৪২.৯০	১,২০,৯৬০.০০	১,৫৭,৬৪,০০২.৯০
মার্চ ২০১৮	১৯,০৭,৩৪৩.৭৫	১,১৪,২৭৫.৮০	২০,২১,৬১৯.৫৫
এপ্রিল ২০১৮	১৮,৭৪,৫৬২.২০	৫,১১,৩৭৫.৫০	২৩,৮৫,৯৩৭.৭০
মে ২০১৮	২৪,০৬,৫৯৭.৪৫	৩,৩৯,৬১৭.৪০	২৭,৪৬,২১৪.৮৫
জুন ২০১৮	৭,৬৫,৪০৬.৪৫	১,৮৩,৫০৩.৮০	৯,৪৮,৯১০.২৫
সর্বমোট =	**৪,০৫,০৪,৫৮২.৯০**	**৫৩,৭৯,৫৯৭.৬৫**	**৪,৫৮,৮৪,১৮০.৫৫**

১৫. জনসংযোগ

বাংলা একাডেমির ভাবমূর্তি সমুন্নতকরণ ও একাডেমি গৃহীত কার্যক্রমের সার্বিক প্রচারের লক্ষে জনসংযোগ উপবিভাগ একাডেমির বিভিন্ন সংবাদ ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলি জনগণকে নিয়মিতভাবে অবহিতকরণসহ একাডেমির বিভিন্ন কার্যক্রমের সংবাদ সকল গণমাধ্যমে সংবাদ বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রেরণের ব্যবস্থা করেছে। বাংলা একাডেমি আয়োজিত অমর একুশে গ্রন্থমেলার সার্বিক প্রচার-কার্যক্রম এই উপবিভাগ সাফল্যের সাথে পরিচালনা করে আসছে। অমর একুশে গ্রন্থমেলার প্রাক্কালে এই উপবিভাগ সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে মেলার বিস্তারিত বিষয়াদি নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ের আয়োজন করেছে। এছাড়া দেশের বিভিন্ন সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে বাংলা একাডেমির গ্রন্থের পরিচিতিমূলক বিজ্ঞাপন প্রদান করে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সহায়তা করে আসছে। জনসংযোগ উপবিভাগ সাম্প্রতিক সময়ে তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় একুশে গ্রন্থমেলার তাৎক্ষণিক পরিচিতিমূলক জরুরি তথ্য সরবরাহে সংবাদকর্মীদের সহায়তা দিয়ে আসছে।

১৬. পরিষদ

১৬.১ বাংলা একাডেমি নির্বাহী পরিষদ সদস্য নির্বাচন

'বাংলা একাডেমি আইন, ২০১৩' এর ২৩ নং ধারার ১(ছ) এবং ১(জ) উপধারা অনুযায়ী ফেলোগণ কর্তৃক নির্বাচিত তিনজন ফেলো এবং সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত চারজন সদস্য মোট ০৭ (সাত) জন সদস্য নির্বাচন করার বিধান রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে বাংলা একাডেমির নির্বাহী পরিষদ সদস্য নির্বাচনের জন্য নির্বাচন উপসজ্ঞ কমিটি গঠন করে। উপসজ্ঞ কমিটি ৪টি সভা করে নির্বাচন বিধিমালা, বাজেট এবং নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রমের রোডম্যাপ তৈরি করে নির্বাহী পরিষদের ২০১৭ সালের ৪র্থ সভায় উপস্থাপন করে। সভায় সিদ্ধান্ত হয়, 'নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য বাজেটে যে অর্থের প্রয়োজন বাংলা একাডেমিতে এখন তার ঘাটতি রয়েছে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে অর্থ বরাদ্দ বিষয়ে আলোচনা চলছে। অর্থ বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে নির্বাহী পরিষদ সদস্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে'।

১৬.২ নির্বাহী পরিষদের সভা

২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাংলা একাডেমি নির্বাহী পরিষদের মোট ৯টি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

১৬.৩ জীবনসদস্য ও সদস্যপদ প্রদান

২০১৭-১৮ অর্থবছরে জীবনসদস্য ও সাধারণসদস্য হিসেবে সর্বমোট ২১ জনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে একাডেমির মোট সদস্য ২৭০৭ জন। এঁদের মধ্যে ফেলো ২৩৯ জন, জীবনসদস্য ১৮৪২ জন ও সাধারণসদস্য ৬২৬ জন।

১৬.৪ সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভা ২০১৭

১৬ই পৌষ ১৪২৪/৩০শে ডিসেম্বর ২০১৭ শনিবার সকাল ৯:০০টায় বাংলা একাডেমির চল্লিশতম সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভা একাডেমির প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় একাডেমির সভাপতি ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান সভাপতিত্ব করেন। সভা সকাল ৯:০০টায় শুরু হয়ে বিকাল ৫:০০টা পর্যন্ত চলে। সভায় ৭২ জন ফেলো, ৭৯০ জন জীবনসদস্য ও ৪৪৮ জন সাধারণসদস্য (মোট ১৩১০ জন) উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া সভায় বাংলা একাডেমির সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী, আমন্ত্রিত অতিথি, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সংবাদকর্মীসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

১৭. সম্মানসূচক ফেলোশিপ ২০১৭ প্রদান

বাংলা একাডেমি প্রতি বছর দেশের পণ্ডিত, গুণী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরুপ সম্মানসূচক ফেলোশিপ প্রদান করে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৭ সালে ৭জনকে সম্মানসূচক ফেলোশিপ প্রদান করা হয়। ২০১৭ সালের ফেলোশিপপ্রাপ্তরা হলেন :

ক. ইকবাল বাহার চৌধুরী	(সাংবাদিকতা)
খ. প্রতিভা মুৎসুদ্দি	(ভাষা-আন্দোলন, নারী নেতৃত্ব, শিক্ষা ও সমাজসেবা)
গ. অধ্যাপক ডা. এবিএম আবদুল্লাহ্	(চিকিৎসাবিজ্ঞানের গবেষণা)
ঘ. অধ্যাপক আইনুন নিশাত	(পানিসম্পদ বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষাবিদ হিসেবে)
ঙ. নূরুন নবী	(মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক সাহিত্য)
চ. হাসান শাহরিয়ার	(সংবাদিকতা)
ছ. দুলাল তালুকদার	(নৃত্যকলা)

২০১৭সালের ৩০শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত বাংলা একাডমির সাধারণ পরিষদের ৪০তম বার্ষিক সভায় একাডেমির সম্মানসূচক ফেলোশিপপ্রাপ্তদের বরেণ্য ব্যাক্তিদের সম্মানপত্র সম্মাননা প্রতীক প্রদান করা হয়। এ পর্যন্ত সম্মানসূচক ফেলোশিপপ্রাপ্তদের তালিকা পরিশিষ্টে সংযুক্ত আছে।

১৮. পুরস্কার

বিভিন্ন পুরস্কারের মাধ্যমে গবেষণা ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করা বাংলা একাডেমির লক্ষ্য অর্জনের একটি উপায়। এর মধ্যে রয়েছে বাংলা একাডেমির নিজস্ব পুরস্কার এবং দাতাদের আনুকূল্যে প্রদত্ত নানা পুরস্কার।

১৮.১ বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০১৭

বাংলা একাডেমি ১৯৬০ সাল থেকে বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে সম্মানজনক পুরস্কার 'বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার' প্রদান করে আসছে। বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার প্রদানের জন্য সাহিত্যের ১০টি শাখা নির্ধারিত রয়েছে। এ বছর ১০টি শাখায় ১২ (বারো) জনকে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০১৭ প্রদান করা হয়েছে। পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন :

ক. কবি মোহাম্মদ সাদিক (কবিতা)
খ. কবি মারুফুল ইসলাম (কবিতা)
গ. অধ্যাপক ডা. মামুন হুসাইন (কথাসাহিত্য)
ঘ. অধ্যাপক মাহবুবুল হক (প্রবন্ধ)
ঙ. অধ্যাপক ড. রফিকউল্লাহ খান (গবেষণা)
চ. জনাব আমিনুল ইসলাম ভুইয়া (অনুবাদ)
ছ. মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়া (অব.),(মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাহিত্য)
জ. জনাব সুরমা জাহিদ (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাহিত্য)
ঝ. জনাব শাকুর মজিদ (ভ্রমণকাহিনি)
ঞ. অধ্যাপক মলয় ভৌমিক (নাটক)
ট. জনাব মোশতাক আহমেদ (কল্পবিজ্ঞান)
ঠ. ঝর্ণা দাশ পুরকায়স্থ (শিশুসাহিত্য)

বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কারের মূল্যমান ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকা। মাসব্যাপী আয়োজিত অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৮-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত বরেণ্য লেখকদের পুরস্কারের চেক, সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা প্রতীক প্রদান করেন।
এ-পর্যন্ত বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্তদের (ফেলো) তালিকা পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত হয়েছে।

১৮.২ সা'দত আলি আখন্দ সাহিত্য পুরস্কার ২০১৭

সমকালীন বাংলা সাহিত্যের সাহিত্যসেবীদের বিশিষ্ট অবদান ও তাঁদের সৃষ্টিশীল প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৯০ সাল থেকে বাংলা একাডেমি সা'দত আলি আখন্দ সাহিত্য পুরস্কার প্রদান করে আসছে। মৌলবী সা'দত আলি আখন্দ-এর পরিজন প্রদত্ত অর্থ দিয়ে বাংলা একাডেমি প্রতিবছর এ পুরস্কারের কার্যক্রম পরিচালনা করে। ২০১৭ সালে সা'দত আলি আখন্দ সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত হন দুজন বিশিষ্ট লেখক অধ্যাপক শফিউল আলম এবং অধ্যাপক সাইফুদ্দীন চৌধুরী। পুরস্কারের মূল্যমান ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা।

২০১৭ সালের ৩০শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত বাংলা একাডেমির সাধারণ পরিষদের ৪০তম বার্ষিক সভায় পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক অধ্যাপক শফিউল আলম এবং অধ্যাপক সাইফুদ্দীন চৌধুরীকে পুরস্কারের চেক, সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা প্রতীক প্রদান করা হয়।

১৮.৩ মযহারুল ইসলাম কবিতা পুরস্কার ২০১৭

বাংলা একাডেমি ২০১০ সাল থেকে প্রতি বছর মযহারুল ইসলাম কবিতা পুরস্কার প্রদান করে আসছে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফোকলোরবিদ, লেখক, গবেষক ও কবি প্রফেসর মযহারুল ইসলামের স্মৃতিরক্ষা এবং বাংলাদেশের মেধাবী, খ্যাতিমান এবং প্রতিভাবান কবিদের অবদানের স্বীকৃতি প্রদান করা এই পুরস্কারের লক্ষ্য। পুরস্কারের মূল্যমান ১,০০০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকা। ২০১৭ সালে মযহারুল ইসলাম কবিতা পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন কবি রুবী রহমান। ২০১৭ সালের ৩০শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত বাংলা একাডেমির সাধারণ পরিষদের ৪০তম বার্ষিক সভায় পুরস্কারপ্রাপ্ত কবি রুবী রহমানকে পুরস্কারের চেক, সম্মাননাপত্র, সম্মাননা প্রতীক প্রদান করা হয়।

১৮.৪ মেহের কবীর বিজ্ঞানসাহিত্য পুরস্কার ২০১৭

জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর প্রদত্ত অর্থে বাংলা একাডেমি ২০০৫ সাল থেকে এক বছর মেহের কবীর বিজ্ঞান পুরস্কার পরবর্তী বছর কবীর চৌধুরী শিশু সাহিত্য পুরস্কার প্রদান করে আসছে। ২০১৭ সালে বিজ্ঞান লেখক অধ্যাপক আলী আসগরকে মেহের কবীর বিজ্ঞান পুরস্কার প্রদান করা হয়। পুরস্কারের মূল্যমান ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকা। ২০১৭ সালের ৩০শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত বাংলা একাডেমির সাধারণ পরিষদের ৪০তম বার্ষিক সভায় পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক অধ্যাপক আলী আসগরকে পুরস্কারের চেক, সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা প্রতীক প্রদান করা হয়।

১৮.৫ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ পুরস্কার ২০১৭

প্রবাসী বাঙালি লেখকদের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১১ সাল থেকে লন্ডনে আয়োজিত বাংলা একাডেমি বইমেলায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। এ পুরস্কারের মূল্যমান ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা। ২০১৭ সালে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ পুরস্কারে ভূষিত হন কবি মাসুদ খান এবং কবি মুজিব ইরম। এ পুরস্কারের মূল্যমান ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা। ২২.০২.২০১৮ তারিখে অমর একুশে গ্রন্থমেলার মূলমঞ্চে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর এমপি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ পুরস্কারপ্রাপ্ত কবি মাসুদ খানের পক্ষে সাইমন জাকারিয়া এবং কবি মুজিব ইরমকে পুরস্কারের চেক, সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা প্রতীক প্রদান করেন।

১৮.৬ হালিমা শরফুদ্দীন বিজ্ঞান পুরস্কার ২০১৭

বাংলা একাডেমি অধ্যক্ষ শইখ শরফুদ্দীন ও হালীমা বেগমের স্মৃতির স্মরণে, বাংলা ভাষায় জনপ্রিয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক গ্রন্থাকারদের অবদান ও তাঁদের

সৃষ্টিশীল প্রতিভার স্বীকৃতি প্রদানে ড. আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীনের প্রদত্ত অর্থে দ্বি-বার্ষিক এ পুরস্কার প্রদান করে। পুরস্কারের মূল্যমান ৩০,০০০.০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা। এ বছর অর্থাৎ ১৪২৪ বঙ্গাব্দে বিজ্ঞান লেখক জনাব জায়েদ ফরিদের উদ্ভিব স্বভাব (১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড) গ্রন্থটিকে হালীমা শরফুদ্দীন বিজ্ঞান পুরস্কার প্রদান করা হয়। ২০১৭ সালের ৩০শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত বাংলা একাডেমির সাধারণ পরিষদের ৪০তম বার্ষিক সভায় পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক জনাব জায়েদ ফরিদের পক্ষে কথা প্রকাশের সত্ত্বাধিকারী জনাব জসিমউদ্দিন ত্রিশ হাজার টাকার চেক, সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা প্রতীক গ্রহণ করেন।

১৮.৭ সাহিত্যিক মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্ প্রবন্ধ সাহিত্য পুরস্কার ২০১৭

বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠাকালীন স্পেশাল অফিসার মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্‌র নামে এ বছর থেকে বাংলা একাডেমি 'সাহিত্যিক মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্ প্রবন্ধ সাহিত্য পুরস্কার' প্রদান করছে। এ পুরস্কারের উদ্দেশ্য, বাংলাদেশের সাহিত্যে মননশীল মেধাবী, খ্যাতিমান ও প্রতিভাবান প্রবন্ধকারদের অবদানের স্বীকৃতি প্রদান।

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্‌র মেয়ে জনাব নীলুফার বেগম ও জামাতা জনাব মাহবুব তালুকদার প্রতিবছর 'সাহিত্যিক মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্ প্রবন্ধ সাহিত্য পুরস্কার' প্রদান করার জন্য বাংলা একাডেমিকে এককালীন ২০,০০,০০০.০০ (বিশ লক্ষ) টাকা প্রদান করেন। এর লভ্য মুনাফা হতে এ বছর বাংলা একাডেমি 'সাহিত্যিক মোহম্মদ বরকতুল্লাহ্ প্রবন্ধ সাহিত্য পুরস্কার' প্রদান করে। পুরস্কারের অর্থমূল্য ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকা। ২০১৭ সালে সাহিত্যিক মোহম্মদ বরকতুল্লাহ্ প্রবন্ধ সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন আহমদ রফিক। ২০১৭ সালের ৩০শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত বাংলা একাডেমির সাধারণ পরিষদের ৪০তম বার্ষিক সভায় পুরস্কারপ্রাপ্ত আহমদ রফিককে পুরস্কারের চেক, সম্মাননাপত্র, সম্মাননা প্রতীক প্রদান করা হয়।

১৮.৮ রবীন্দ্র পুরস্কার ২০১৮

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধশততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি ২০১০ সাল থেকে এ পুরস্কার প্রবর্তন করে। রবীন্দ্রসাহিত্যের গবেষণা ও সমালোচনায় এবং রবীন্দ্রসংগীত আজীবন সাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলা একাডেমি রবীন্দ্র পুরস্কার প্রদান করে। এ বছর রবীন্দ্রসাহিত্যের গবেষণায় সামগ্রিক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জনাব আবুল মোমেন এবং রবীন্দ্রসংগীতের চর্চায় সামগ্রিক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ শিল্পী ফাহিম হোসেন চৌধুরীকে বাংলা একাডেমির রবীন্দ্র পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। ২০১৮ সালের ৭ই মে রবীন্দ্রনাথের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে জনাব আবুল মোমেন ও শিল্পী ফাহিম হোসেন চৌধুরীকে পুরস্কারের চেক, সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা প্রতীক প্রদান করা হয়।

১৮.৯ চিত্তরঞ্জন সাহা স্মৃতি পুরস্কার, মুনীর চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার, রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই স্মৃতি পুরস্কার এবং শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার

অমর একুশে উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে ২০১৭ সালে প্রকাশিত বিষয় ও গুণমানসম্মত সর্বাধিক সংখ্যক গ্রন্থ প্রকাশের জন্য প্রথম প্রকাশন-কে *চিত্তরঞ্জন সাহা স্মৃতি পুরস্কার-২০১৮*, ২০১৭ সালে প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে গুণগতমান ও শৈল্পিক বিচারে সেরা গ্রন্থের জন্য অলকনন্দা প্যাটেল রচিত 'পৃথিবীর পথে হেঁটে' গ্রন্থের জন্য বেঙ্গল পাবলিকেশন্স, সুফি মোস্তাফিজুর রহমান রচিত 'বাংলাদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক উত্তরাধিকার' গ্রন্থের জন্য জার্নিম্যান বুক্‌স এবং মঈন আহমেদ সম্পাদিত 'মিনি বিশ্বকোষ পাখি' গ্রন্থের জন্য সময় প্রকাশন-কে *মুনীর চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার* ২০১৮, ২০১৭ সালে প্রকাশিত শিশুতোষ গ্রন্থের মধ্য থেকে গুণমান বিচারে সর্বাধিক গ্রন্থ প্রকাশের জন্য চন্দ্রাবতী একাডেমিকে *রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই স্মৃতি পুরস্কার-২০১৮* এবং ২০১৮ সালের অমর একুশে গ্রন্থমেলায় অংশগ্রহণকারী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে থেকে নান্দনিক অঙ্গসজ্জায় সেরা প্রতিষ্ঠান হিসেবে কথাপ্রকাশ-কে *শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার ২০১৮* প্রদান করা হয়েছে।

১৮.১০ ফেরদাউস খাতেমন গবেষণা ফান্ড

ফেরদাউস খাতেমন গবেষণা ফান্ড ২০০২ সালে বাংলা একাডেমিতে চালু করা হয়। গবেষণার বিষয় : শিশু সমীক্ষা, বাংলা ভাষা উন্নয়ন ও শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়। বর্তমানে এ ফান্ডে লভ্যাংশসহ ১৩,৫৯,৬৮৯.২২(তেরো লক্ষ ঊনষাট হাজার ছয়শত ঊননব্বই টাকা বাইশ পয়সা) টাকা জমা আছে।

১৮.১১ মার্কেন্টাইল ব্যাংক গবেষণা ফান্ড

মার্কেন্টাইল ব্যাংক গবেষণা ফান্ড ২০০২ সালে বাংলা একাডেমিতে চালু করা হয়। গবেষণার বিষয় : বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়ন। বর্তমানে এ ফান্ডে লভ্যাংশসহ ২০,১৫,৯৫১.৭৯ (বিশ লক্ষ পনেরো হাজার নয়শত একান্ন টাকা ঊনআশি পয়সা) জমা আছে।

১৮.১২ গাজী শামছুর রহমান স্মৃতি গবেষণা তহবিল

গাজী শামছুর রহমান স্মৃতি গবেষণা তহবিল ২০০৫ সালে চালু করা হয়। গবেষণার বিষয় : আইন, আইন-দর্শন, বাংলা ভাষায় আইনের ব্যবহার, ইসলাম ও মানবাধিকার সম্পর্কিত বিষয় এবং গাজী শামছুর রহমান স্মারক বক্তৃতার আয়োজন ও গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশ। বর্তমানে এ ফান্ডে লভ্যাংশসহ জমাকৃত টাকার পরিমাণ ৪৬,৩২,০০০.০০ (ছেচল্লিশ লক্ষ বত্রিশ হাজার) টাকা।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

বর্তমান প্রতিবেদনের মেয়াদকালের পর আরও ছয়মাস অতিবাহিত হয়েছে। বাংলা একাডেমির উজ্জ্বল ভাবমূর্তি ফিরিয়ে আনতে এই সময়ে আরও নতুন কার্যক্রমও হাতে

নেয়া হয়েছে। সকলের মিলিত প্রয়াসে এ-সকল কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হবে বলে আমার বিশ্বাস।

আপনাদের সকলকে শ্রদ্ধা, শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ।

মহাপরিচালক